CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-319 ■ 19 August, 2026 ■ আগরতলা ১৯ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ২ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

‘মৃত্যুদণ্ডে ফাঁসি’ বন্ধের আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (আইএএনএস)।। ভারতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পদ্ধতি হিসেবে ‘মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসি’ নিষিদ্ধ করার আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। তবে ভবিষ্যতে ফাঁসির পরিবর্তে আরও মানবিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত বিকল্প পদ্ধতি নিয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি আলোচনা করতে পারবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ ‘মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসি’ পদ্ধতি বদলের জন্য কোনও বিচারিক নির্দেশ দিতে অস্বীকার করে।

২০১৭ সালে সিনিয়র আইনজীবী ঋষি মালহোত্রা এই পদ্ধতির সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করেছিলেন। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৪(৫) ধারায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি হিসেবে ফাঁসির বিধান ছিল। বর্তমানে ফৌজদারি কার্যবিধির পরিবর্তে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বা বিএনএসএস কার্যকর হয়েছে। আবেদনে সুপ্রিম কোর্টের ১৯৮৩ সালের সাংবিধানিক বেঞ্চের ‘দীনা দয়াল বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া’ মামলার রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানো হয়েছিল। ওই রায়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সাংবিধানিকভাবে বৈধ পদ্ধতি হিসেবে ফাঁসিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

মঙ্গলবারের শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানায়, ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার ‘মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসি’র পরিবর্তে এমন কোনও বিকল্প পদ্ধতি বিবেচনা করতে পারে, যেখানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দির মর্যাদা রক্ষা হবে এবং যন্ত্রণা কম হবে।

আবেদনকারী মালহোত্রা যুক্তি দেন, মর্যাদার সঙ্গে মৃত্যুর অধিকার জীবনের অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁর বক্তব্য, ফাঁসির পদ্ধতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক। তাই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ক্ষেত্রে আরও মানবিক বিকল্প গ্রহণ করা উচিত। আবেদনে ফাঁসির পরিবর্তে প্রাণঘাতী ইঞ্জেকশনের মতো পদ্ধতি ব্যবহারের প্রস্তাবও দেওয়া হয়। একই সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিকে কার্যকরের পদ্ধতি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল।

শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম ‘প্রজেক্ট ৩৯এ’-র সঙ্গে যুক্ত সিনিয়র আইনজীবী মীনাক্ষী অরোরার মতামতও জানতে চায়। অরোরা জানান, প্রাণঘাতী ইঞ্জেকশন পদ্ধতিও সব ক্ষেত্রে সফল বলে প্রমাণিত হয়নি। তিনি বিষয়টি বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে পাঠানোর পরামর্শ দেন।

ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রশংসায় ট্রাম্প

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (আইএএনএস)।। আমেরিকায় বাধ্যতামূলক ভোটার পরিচয়পত্র চালুর পক্ষে সওয়াল করতে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর মন্তব্যকে মঙ্গলবার স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি। দলটির নেতারা এটিকে ভারতের গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থার জন্য ‘গর্বের মুহূর্ত’ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ট্রাম্পের মন্তব্য নিয়ে বিজেপির ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত নয় সমাজবাদী পার্টি (এসপি)।

বিজেপি সাংসদ প্রবীণ খান্ডেলওয়াল আইএএন এস-কে বলেন, ট্রাম্পের মন্তব্য প্রমাণ করে যে ভারতের নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করে। তাঁর দাবি, যারা বারবার নির্বাচন কমিশনের কার্যপ্রণালী নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই প্রশংসা তাঁদের জন্য ‘জোরালো জবাব’।

বিজেপি মুখপাত্র আরপি সিং বলেন, ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা গোটা বিশ্বে সম্মানিত। তাঁর মতে, ভারত ও আমেরিকা একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারে। তিনি বলেন, ভারতে যেভাবে ভোটার পরিচয়পত্রের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়, সেই ধরনের ব্যবস্থা আমেরিকাতেও চালুর কথা বলছেন ট্রাম্প।

বিহারের মন্ত্রী রামকৃপাল যাদবও ট্রাম্পের মন্তব্যকে স্বাগত জানান। তিনি ভারতীয় গণতন্ত্র, নির্বাচন কমিশন, বিহারের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জোটের আলোচনা জিইয়ে রেখে ভিসি ভোটে বিজেপির রণকৌশল নির্ধারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট ।। আসন্ন ভিলেজ কমিটি (ভিসি) নির্বাচনসহ একাধিক নির্বাচনের প্রস্তুতিতে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার আগরতলার সোনার তরী স্টেট গেস্ট হাউসে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক করল ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি। বৈঠকে দলের রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেবরায় সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা-সহ দলের মন্ত্রী ও বিধায়করা।

বৈঠকে আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দলের সাংগঠনিক কৌশল ও নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি নগর পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়েও দলের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায় বলেন, সামনে একাধিক নির্বাচন রয়েছে। সেই নির্বাচনগুলিকে সামনে রেখে দলের কৌশল ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। ভবিষ্যতে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তাও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা আজ সাংগঠনিক বৈঠক করছি। সামনে বেশ কয়েকটি নির্বাচন রয়েছে। এগুলিকে কেন্দ্র করে আমাদের কৌশল ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে। মূলত সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ভিলেজ কমিটি নির্বাচনও আমাদের আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এদিকে আসন্ন নির্বাচনে তিপ্রা মথার সঙ্গে সম্ভাব্য জোটের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অভিষেক দেবরায় জানান, এ নিয়ে আলোচনা এখনও চলছে। তিনি বলেন, বিজেপি একটি সর্বভারতীয় দল এবং দলের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিল্লি থেকে নির্ধারিত হয়। তিপ্রা মথা বর্তমানে তাদের জোটসঙ্গী বলেও উল্লেখ করেন তিনি। অভিষেক দেবরায় বলেন, তারা আমাদের জোটের অংশীদার। আলোচনা চলছে। জোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আরও কয়েকদিন সময় লাগতে পারে। আলোচনা শেষ হলে বিষয়টি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা রেলস্টেশনে ফেন্সিডিল কান্ডে কলকাতা থেকে ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট ।। আগরতলা রেলস্টেশন থেকে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তে নেমে কলকাতা থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আগরতলায় নিয়ে এসেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে আগরতলা জিআরপিএস থানায় নথিভুক্ত মামলায় মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আগরতলা জিআরপিএস থানায় কেস নম্বর ৪৪/২০২৬, তারিখ ৩ জুলাই ২০২৬, এনডিপিএস আইন, ১৯৮৫-এর ২১(সি)/২৯ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছিল। আগরতলা রেলস্টেশন থেকে রেলে করে আসা প্রচুর পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সন্ধানে তদন্ত চালায়।

তদন্তের সূত্র ধরে কলকাতায় অভিযান চালিয়ে সঞ্জয় যাদব এবং রঞ্জয় কুমার যাদব নামে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গভীর রাতে লেফুঙ্গা বিদ্যুৎ অফিসে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট ।। মোহনপুর মহকুমার লেফুঙাস্থিত বিদ্যুৎ অফিসে রাতের আঁধারে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার সকালে অফিসে এসে কর্মীরা প্রধান দরজা এবং ক্যাশ কাউন্টারের দরজা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, সোমবার রাতে অফিস বন্ধ করে কর্মীরা বাড়ি চলে যাওয়ার পর কোনও এক সময় দুষ্কৃতীরা অফিসে হামলা চালায় বলে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ। মঙ্গলবার সকালে কর্মীরা অফিসে এসে প্রধান দরজা ও ক্যাশ কাউন্টারের দরজা ভাঙা দেখতে পান। এরপর বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়।

অফিসে ভাঙচুরের পাশাপাশি অন্য কোনও জিনিস খোয়া গেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দিশা কমিটির বৈঠকে

স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও পারস্পরিক দূরত্ব কমানোর উপর জোর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং এর সুফল সমাজের প্রান্তিক স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয়ের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের বাস্তব সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের রাজ্যস্তরের দিশা কমিটির বৈঠকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। তিনি দিশা কমিটির আগের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির অধিকাংশই সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে মুখোমুখি আলোচনার মাধ্যমে কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং পারস্পরিক দূরত্ব কমে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে প্রশাসনকে সব সময় সংবেদনশীল হয়ে কাজ করতে হবে। গত বৈঠকে যেসব বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে নিয়মিত পর্যালোচনা সভা করার নির্দেশ দেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের অধিকাংশ প্রকল্পের অগ্রগতি বর্তমানে জাতীয় গড়ের সমতুল্য। তবে এই সাফল্যে আত্মতুষ্ট হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি আরও বাড়িয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মানুষের কাছে এর সুফল পৌঁছে দিতে হবে। একইসঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও সচেতনতা তৈরী করতে হবে।

দিশা কমিটির বৈঠকে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার এর সুবিধা যাতে মানুষ সহজে পান, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পগুলির কভারেজ প্রায় ১০০ শতাংশ হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রকল্পগুলির সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা প্রয়োজন। কোন কোন রোগের চিকিৎসা ও সার্জারি এই প্রকল্পগুলির আওতায় রয়েছে, তা সহজভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরার উপর গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে তিনি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের অবরোধ, পরে প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ আগষ্ট ।। সাত দফা দাবি-দাওয়া নিয়ে আত্মসমর্পণকারী এলএলএফটি বৈরীরা পথ অবরোধকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়ার হাতাই কতর সাধুপাড়া এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। আন্দোলনকারীরা আগরতলা-আসাম জাতীয় সড়ক অবরোধ করায় কিছু সময়ের জন্য ব্যাহত হয় যান চলাচল। পরে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নির্দেশে জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার হস্তক্ষেপে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন আন্দোলনকারীরা।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, আত্মসমর্পণের পর সরকারিভাবে তাঁদের জন্য কী কী সুযোগ-সুবিধা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে, সে বিষয়ে তাঁদের যথাযথভাবে জানানো হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও কার্যকর কোনও সমাধান না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত জাতীয় সড়ক অবরোধের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ বিল ও পরিষেবায় গাফিলতি নিগমের দুই ইঞ্জিনিয়ার বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট ।। বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত অনিয়ম এবং পরিষেবা প্রদানে গাফিলতির অভিযোগে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড-এর দুই ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে দুই ইঞ্জিনিয়ারকে সাময়িকভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

সূত্রের খবর, বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত কাজে দায়িত্বে গাফিলতি, পরিষেবা প্রদানে বিলম্ব এবং গ্রাহক পরিষেবার ক্ষেত্রে যথাযথ জবাবদিহি না থাকার অভিযোগ সামনে আসার পরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তদন্ত চলাকালীন দুই ইঞ্জিনিয়ারকে তাঁদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এদিকে, বিলিং সংক্রান্ত অনিয়ম এবং পরিষেবা প্রদানে বিলম্বের অভিযোগে আরও কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা এবং দায়িত্ব পালনে কোনও ধরনের গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনে আরও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে কর্পোরেশন।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যুৎ বিলের ভুল, বিল সংক্রান্ত জটিলতা এবং পরিষেবা পুনরুদ্ধারে দেরি নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। অনেকেই বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে যথাযথ সাড়া না দেওয়া এবং দায়িত্ব পালনে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন।

টিএসইসিএল-এর এই পদক্ষেপকে দায়িত্বে গাফিলতির বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিল তৈরি থেকে শুরু করে গ্রাহক পরিষেবা এবং পরিষেবা পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে আরও স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ নজরদারি ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা হতে পারে বলেও জানা গেছে।

দুই ইঞ্জিনিয়ারের সাসপেনশন এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে তদন্তের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। গ্রাহকদের আশা, এই ধরনের প্রশাসনিক পদক্ষেপের ফলে বিদ্যুৎ পরিষেবায় জবাবদিহি বাড়বে এবং ভবিষ্যতে বিল সংক্রান্ত সমস্যা ও পরিষেবা প্রদানে অযথা বিলম্ব কমবে।

আগরতলা শহরে ই-অটোর প্রবেশ নিষেধ, নির্দিষ্ট রুটে চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট ।। আগরতলা শহরে বাইরের এলাকার ই-অটো প্রবেশ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণে মঙ্গলবার অভিযান চালাল ট্রাফিক দপ্তর। এদিন আগরতলার উত্তর গেট সংলগ্ন এলাকায় ট্রাফিক ডিএসপি প্রণব দাসের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ট্রাফিক দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, শহরের নির্দিষ্ট রুটের বাইরে থেকে আসা ই-অটোগুলোর বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালানো হবে। যেসব ই-অটোর নির্দিষ্ট রুট পারমিট রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত রুট মেনে চলাচলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ট্রাফিক ডিএসপি প্রণব দাস জানান, বাইরের এলাকার ই-অটোগুলিকে শহরের ভিতরে অবাধে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

নির্দিষ্ট কয়েকটি শর্ত মেনে তারা শহরে প্রবেশ করতে পারবে। মোহনপুর, আমতলী কিংবা অন্য দিক থেকে আসা ই-অটোগুলিকে নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত আসার অনুমতি থাকবে। তবে শহরে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাদের নির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে সামনে বোর্ড থাকা বাধ্যতামূলক। স্কুল - কলেজের ছাত্র, রোগী নিয়ে যাতায়াত এবং বিমানবন্দরের যাত্রী নিয়ে শহরে প্রবেশ করলে তার বোর্ড সামনে অবশ্যই রাখতে হবে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ই-অটো দাঁড় করিয়ে রাখার অভিযোগও রয়েছে।

এর ফলে যানজটের পাশাপাশি পথচারী ও অন্যান্য যানবাহনের চলাচলে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বিষয়টির উপরও নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে ট্রাফিক দপ্তর। এদিন আইনভঙ্গকারী যানবাহন দের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাদের ফাইন করা হয়।

ট্রাফিক কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, শুধু ই-অটো নয়, রাস্তায় যেখানে-সেখানে বাইক বা অন্যান্য যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখার বিরুদ্ধেও নজরদারি চালানো হবে। শহরের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালানো হবে।

লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ তরুণ প্রজন্মের জন্য বিভ্রান্তিকর ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট ।। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া ভাষণ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। দলের অভিযোগ, দেশের তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থান, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষি ও শিল্পের সংকট, বিদেশি ঋণের বোঝা, বিনিয়োগ প্রত্যাহার, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ এবং জাতীয় নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে প্রত্যাশিত গুরুত্ব ছিল না।

প্রদেশ কংগ্রেসের বক্তব্য, দেশের ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ৩৫ বছরের নিচে। ফলে তরুণ সমাজের শিক্ষা, যোগ্যতা, কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বাধীনতা দিবসের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সুস্পষ্ট দিশা প্রত্যাশিত ছিল। একইসঙ্গে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী ঘটনা এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিয়েও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আরও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা উচিত ছিল বলে দাবি করেছে কংগ্রেস।

দলের অভিযোগ, এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার মতো বক্তব্য দিয়েছেন এবং ‘দিমাগি নকশাল’-কে দেশের প্রধান বিপদ হিসেবে তুলে ধরেছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, দিল্লির যন্তর মন্তর-সহ বিভিন্ন রাজ্যে কাগজ ফাঁস, চাকরিতে দুর্নীতি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র আন্দোলন চলছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত ছিল আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া।

কংগ্রেসের আরও অভিযোগ, আরএসএস, বিজেপি এবং সরকারের বিভিন্ন স্তরের নেতারা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিভাজন তৈরি, ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিকৃত করা এবং ভয় ও প্রলোভনের মাধ্যমে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করছেন। দলের দাবি, গত ১২ বছর ধরে সরকারের সমালোচনা করলেই বিরোধী নেতাদের বিভিন্ন তকমা দেওয়া হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের বক্তব্য, স্বাধীনতা দিবসের মতো ঐতিহাসিক দিনে শিক্ষিত গণতান্ত্রিক মানুষ, গবেষক, বিজ্ঞানী এবং দেশের প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নির্মাণে যুক্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশে হুমকিসূচক ভাষা ব্যবহার প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদার

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট ।। বিশালগড় থানার পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে দায়ের করা রিট মামলায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল ত্রিপুরা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। অভিযোগ অনুযায়ী, চিকিৎসার জন্য মেলাঘরের মধ্যপাড়ার বাসিন্দা বিল্লাল মিয়া ২ কেজি ৭৮০ গ্রাম সোনা নিয়ে আগরতলার উদ্দেশে আসার সময় বিশালগড় থানার পুলিশ তাঁর গাড়ি আটক করে এবং গাড়িতে থাকা সমস্ত সোনা নিয়ে যায়।

ঘটনাটি চলতি বছরের ২১ ফেব্রুয়ারির বলে জানা গেছে। বিল্লাল মিয়ার অভিযোগ, ঘটনার পর বিষয়টি নিয়ে সোনামুড়া থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে পুলিশ তাঁর অভিযোগ গ্রহণ করেনি। এরপর ন্যায়বিচারের দাবিতে গত ১৮ মার্চ ত্রিপুরা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেন তিনি। মামলার শুনানি শেষে আজ মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য পুলিশকে দ্রুত মামলা গ্রহণের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ মাস ধরে পানীয় জলের সংকটে মান্দাইয়ের গিরিবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট ।। পানীয় জলের অভাবে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন মান্দাই আর ডি ব্লকের অন্তর্গত আথুক তুথাং এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় পাঁচ মাস ধরে এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, বৃষ্টি হলে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে পান করতে হচ্ছে তাঁদের। আর বৃষ্টি না হলে সেই জলটুকুও জোটে না।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগলেও ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত স্থায়ীভাবে জলের ব্যবস্থা করা হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দৈনিক মাত্র ৫০০ টাকা মজুরি পেয়ে সংসার চালাতে হয় তাঁদের। অথচ এক ড্রাম জল কিনতেই খরচ হচ্ছে প্রায় ৫০ টাকা। একটি পরিবারের দৈনিক প্রয়োজন অনুযায়ী প্রায় পাঁচ ড্রাম জল কিনতে হলে শুধু পানীয় ও ব্যবহারের জলের জন্যই খরচ হয়ে যাচ্ছে প্রায় ২৫০ টাকা।

ফলে দিনভর পরিশ্রম করে উপার্জন করা ৫০০ টাকার অর্ধেকই চলে যাচ্ছে জল কিনতে। বাকি ২৫০ টাকা দিয়ে স্ত্রী, সন্তান ও বাবা-মাকে নিয়ে সংসার চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। অনেক সময় পর্যাপ্ত খাবার জোটে না বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয়

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ১৯ আগস্ট, ২০২৬ ইং
১ ভাদ্র, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

মার্কিন মুলুকে ভারতীয় নিয়ম!

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে ভোটার জালিয়াতি রুখিতে এবং নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভারতের কড়া নিয়মের উদাহরণ টানিয়াছেন এবং দেশটির মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের একটি মন্তব্যকে হাতিয়ার করিয়া মার্কিন কংগ্রেসে ”সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট” পাসের জোরালো দাবি জানাইয়াছেন।ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁহার নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ”ট্রুথ সোশাল”-এ একটি পোস্টে জানান যে, ভারতের বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সম্প্রতি মার্কিন প্রশাসনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন’বৈধ ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র ছাড়া আমেরিকায় কীভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়?’ট্রাম্প ভারতের ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের উদাহরণ দিয়া বলেন যে, সেখানে প্রায় ৬৪ কোটি ৬০ লাখ ভোটার অংশ নিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও ১ শতাংশের কম মানুষ পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভোটারের কাছে একটি বৈধ সচিত্র পরিচয়পত্র থাকা বাধ্যতামূলক ছিল।”ভারতের এই বিশাল ও সুশৃঙ্খল নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে মডেল হিসাবে তুলিয়া ধরিয়া ট্রাম্প মার্কিন আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমেরিকাতেও অবিলম্বে ”সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট” পাস করা দরকার। এই আইনটি পাস হইলে ভোট দেওয়ার জন্য নাগরিকদের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদর্শন বাধ্যতামূলক হইবে এবং মেইল-ইন (পোস্টাল) ব্যালটের পরিধি ব্যাপক হ্রাস পাইবে ট্রাম্পের মুখে ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার এবং জ্ঞানেশ কুমারের এই ভূয়সী প্রশংসা শোনার পর ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস রাজনৈতিক খোঁচা দিয়াছে। কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরা ব্যঙ্গ করিয়া এক্স ফাইভ হ্যান্ডেলে লিখিয়াছেন’দয়া করে জ্ঞানেশ কুমারকে আমেরিকায় নিয়া যান এবং ওখানেই রেখে দিন। আমরা প্রয়োজনে পরবর্তী ফ্লাইটে আমাদের ইভিএম মেশিনগুলোও পাঠাইয়া দেব।’আমেরিকার নির্বাচনে ছবিযুক্ত পরিচয়পত্রের সার্বিক বাধ্যবাধকতা না থাকায় ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরিয়া ট্র্যাডিশনাল নিয়মের বিরোধিতা করিয়া আসিতছেন, আর এবার সেই প্রচারণায় ভারতের নির্বাচনী মডেলকে যুক্ত করায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এটি এক নতুন আলোচনার জন্ম দিয়াছে। এসআইআর নিয়া দেশজুড়িয়া প্রবল সমালোচনার মুখে পড়িয়ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। কিন্তু এগবার তাঁহার পরামর্শেই মার্কিন মুলুকে নতুন নিয়ম চালু করিতে চলিয়াছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রুথ সোশালে সেকথা ঘোষণাও করিয়া দিয়াছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জানাইয়াছেন, ভারতের নিয়ম মার্কিন মুলুকে চালু করিবার জন্য অবিলম্বে ‘সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট’ পাশ করাইতে হইবে।বিষয়টি ঠিক কী? সোমবার সন্ধ্যে ট্রুথ সোশালে ট্রাম্প জানান, দিনকয়েক আগে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে তাঁহার কথা হইয়াছে। সেখানেই ট্রাম্পকে জ্ঞানেশ প্রশ্ন করিয়াছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিরাট দেশে কেন প্রত্যেক ভোটারের সচিত্র পরিচয়পত্র নাই? এই মন্তব্যেই নড়িয়া চড়িয়া বসিয়াছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রুথ সোশালে লিখিয়াছেন, ‘গত নির্বাচনে ভারতের ৬৪ কোটির বেশি ভোটার ছিলেন। প্রত্যেকের কাছে বৈধ সচিত্র পরিচয়পত্র থাকাটা বাধ্যতামূলক।’মার্কিন নাগরিকদের ‘বাড়িতে বসিয়া ভোট’ দেওয়ার নিয়মকেও তুলোধোনা করিয়াছেন ট্রাম্প। ভারতের উদাহরণ টানিয়া তিনি বলিয়াছেন, এক শতাংশেরও কম মানুষ পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়াছেন। ট্রাম্পের কথায়, ‘সেভ সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট পাশ করাইতে

হইবে এখনই।’ উল্লেখ্য, মার্কিন নাগরিকদের ভোটাধিকারে কড়াকড়ি করিতে নতুন আইন আনিতেছে ট্রাম্প প্রশাসন। সেফগার্ড আমেরিকান ভোটার এলিজিবিলিটি নামে ওই বিল পাশ করাইতে চাইছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এইবার ভারতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিলেন তিনি।ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সের্জিও গোরও ট্রাম্পের মন্তব্যের সমর্থনে পোস্ট করিয়াছেন এক্স হ্যান্ডেলে। উল্লেখ্য, সেভ আমেরিকা অ্যাক্টটি জানুয়ারি মাসে পেশ হইয়াছিল। হোয়াইট হাউসের মতে, কেবল মার্কিন নাগরিকরাই যেন আমেরিকায় ভোট দিতে পারে সেটা নিশ্চিত করিবে এই বিল। সেকারণেই নাগরিকত্বের প্রমাণ দেখাইয়া চালু সচিত্র ভোটার কার্ড তৈরির প্রস্তাব দেওয়া

হইয়াছে বিলে। একই সঙ্গে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের মাত্রা কমানোর কথা বলা হইয়াছে। তবে এই বিল এখনও পাশ হয়নি আমেরিকায়। উল্লেখ্য, ২০২৮ সালে ফের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন মার্কিন মুলুকে। তাহার আগে ভোটার আইন সংশোধনে মরিয়া ট্রাম্প।

বগাফা পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে আঞ্চলিক স্তরের ইয়ুথ পার্লামেন্ট প্রতিযোগিতা

শান্তিরবাজার, ১৮ আগস্ট:শান্তিরবাজারের বগাফায় অবস্থিত পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শুরু হলো আঞ্চলিক স্তরের ৩৭তম ইয়ুথ পার্লামেন্ট প্রতিযোগিতা ২০২৬-২৭। দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গলবার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কে ভি এস সত্যভীর সিং, পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বগাফার অধ্যক্ষ রাজেশ মীনা এবং বিলোনিয়ার জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রিচা শর্মা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য কামনা করেন। তিনি বলেন, অতীতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ খুব একটা ছিল না। বর্তমানে শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও জ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এর ফলে তাঁদের জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির পাশাপাশি ভবিষ্যতে নেতৃত্বদানের সক্ষমতাও তৈরি হচ্ছে। বিধায়ক আরও বলেন, ইয়ুথ পার্লামেন্টের মতো কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা সংসদীয় কার্যপ্রণালী, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং নেতৃত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। আগামী দিনে কেউ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্বশীল পদে, আবার কেউ রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে সংসদে গিয়ে নিজেদের প্রতিভা ও বক্তব্য দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরতে পারবে। দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করছে। কর্মসূচিকে ঘিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বগাফায় আয়োজিত এই কর্মসূচির গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং।

আইজিএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট: আইজিএম হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকদের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। আইজিএম হাসপাতালে চোখের সমস্যা নিয়ে রোগীরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসার জন্য আসেন। এই হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে ১ আগস্ট থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত বিনামূল্যে চোখের ছানি অস্ত্রোপচার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মশালায় আধুনিক পদ্ধতিতে মোট ৬২ জনের বিনামূল্যে চোখের ছানির অপারেশন করা হয়। এর মধ্যে বামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকার ৮ জন, আগরতলা পুর নিগম আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকার ৪ জন, সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতাল এলাকার ৬ জন, দয়ারামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকার ৭ জন, রাণীরবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকার ১১ জন, মধ্য প্রতাপগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকার ৬ জন এবং টাকারজলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকার ২০ জন চক্ষু রোগী ছিলেন।

সুভাষচন্দ্র : কোচবিহার ও ‘যুদ্ধাপরাধী’ বিতর্ক

স্বাধীনতার আট দশক পরেও তাঁকে ঘিরে কোনও বিতর্ক যখন রাজপথে মানুষের আবেগকে আলোড়িত করে, তখন আসলে সেই বিতর্কের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে একটি প্রশ্নকেন সুভাষ আজও এত গভীরভাবে বাঙালি তথা ভারতীয় জনমানসে জীবিত?

সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত

ইতিহাসের কিছু চরিত্র কেবল ইতিহাসের পাতায় থাকেন না। তাঁরা সময়ের সীমানা অতিক্রম করে জনস্মৃতির অংশ হয়ে ওঠেন। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁদেরই একজন। স্বাধীনতার আট দশক পরেও তাঁকে ঘিরে কোনও বিতর্ক যখন রাজপথে মানুষের আবেগকে আলোড়িত করে, তখন আসলে সেই বিতর্কের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে একটি প্রশ্নকেন সুভাষ আজও এত গভীরভাবে বাঙালি তথা ভারতীয় জনমানসে জীবিত?

সাম্প্রতিক বিতর্ক সেই প্রশ্নটিরই নতুন করে উত্তর দিয়েছে। রাজনৈতিক দল, সংগঠন কিংবা মতাদর্শের নিজস্ব কর্মসূচির বাইরে সাধারণ মানুষের যে আবেগ ও প্রতিবাদের প্রকাশ দেখা যায়, তার মধ্যে একটি বিষয় স্পষ্টসুভাষচন্দ্র কোনও একটি দলের সম্পত্তি নন। তাঁকে কোনও রাজনৈতিক ছাঁচে সম্পূর্ণ বন্দি করা যায় না। তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রতি মানুষের আবেগ তার চেয়ে অনেক পুরোনো এবং অনেক গভীর।

এই কারণেই সরকারি স্বীকৃতি বা অবহেলা, রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান কিংবা সময় বিশেষের রাজনৈতিক সুবিধাকোনও কিছুই সুভাষচন্দ্রের জন নেতৃত্বকে মুছে দিতে পারেনি। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন নেতা খুব বেশি নেই, যাঁদের মৃত্যুর বহু দশক পরেও তাঁদের নাম উচ্চারণমাত্র মানুষের মধ্যে এমন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ তৈরি হয়।

সাম্প্রতিক বিতর্কের আর একটি অদ্ভুত দিকও রয়েছে। বিতর্কিত মন্তব্য কখনও কখনও এমন কিছু প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে, যেগুলি দীর্ঘদিন জনআলোচনার বাইরে ছিল। কোচবিহারের ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইতিহাস এবং নেতাজির সহযোদ্ধা দেবনাথ দাসের ভূমিকা তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। কোচবিহারের ভারতের সঙ্গে সংযুক্তি কোনও একদিনের ঘটনা ছিল না। দেশভাগ ও স্বাধীনতার পর দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তির বৃহত্তর প্রক্রিয়ার মধ্যেই কোচবিহারের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। ২৮ আগস্ট ১৯৪৯ তারিখে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ এবং ভারতের গভর্নর-জেনারেলের মধ্যে Merger Agreement স্বাক্ষরিত হয়; ১২ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার কোচবিহারের প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক নথিতে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার শেষ ফলটি দেখা যায়, তার পিছনে জনমত, সংগঠন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভূমিকা ছিল কি নাএই প্রশ্নটিও ইতিহাসের গবেষণার দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে উঠে আসে দেবনাথ দাসের নাম। দেবনাথ দাস ছিলেন আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে যুক্ত একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের কর্মী। নেতাজির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পরিমণ্ডলের এই মানুষটির পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোচবিহারের ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রশ্নটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। পরবর্তী কালে নেতাজির অন্তর্ধান-রহস্য নিয়েও তিনি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন; এমনকি কুখ্যাত বিমানদুর্ঘটনার পর নেতাজির সম্ভাব্য গতিপথ নিয়ে তাঁর বক্তব্য কেবল প্রচলিত বয়ানকে অনুসরণ করেনি। কৌশলগতভাবে চিন ও রাশিয়ার দিকে নেতাজির সম্ভাব্য যাত্রাপথ নিয়ে তাঁর বক্তব্য পরবর্তী অনুসন্ধানেও আলোচিত হয়েছে।

তাই কোচবিহারের অন্তর্ভুক্তির ইতিহাসে দেবনাথ দাসের ভূমিকার দাবি যদি তোলা হয়, সেটিকে নিছক রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া যেমন অনুচিত, তেমনই পর্যাপ্ত প্রাথমিক নথি ছাড়া তাঁকেই ‘প্রধান নেতা’ বলে চূড়ান্ত ইতিহাস লিখে ফেলাও সমান অনৈতিহাসিক। প্রয়োজন সংবাদপত্রের সমকালীন প্রতিবেদন, সরকারি নথি, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনের দলিল পাশাপাশি রেখে গবেষণা করা। অর্থাৎ প্রশ্নটি হওয়া উচিতনথি কোথায়? কে কী বললেন, তা দিয়ে ইতিহাসের শেষ কথা নির্ধারিত হয় না। ইতিহাসের বিচার হয় দলিল দিয়ে। কোচবিহারের ক্ষেত্রে আরও একটি পার্থক্য মনে রাখা জরুরি। ২৮ আগস্ট ছিল Merger Agreement স্বাক্ষরের তারিখ; ১২ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করে; আর ১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে প্রশাসনিকভাবে একীভূত হয়।

এই তিনটি পর্যায়কে এক করে দেখলে ইতিহাসের সূক্ষ্মতা হারিয়ে যায়। কিন্তু সেই সূক্ষ্মতার মধ্যেই দেবনাথ দাসের মতো নেতাজি-ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্ভাব্য ভূমিকা অনুসন্ধান করার সুযোগ রয়েছে। সমকালীন সংবাদপত্রে তাঁর উপস্থিতির উল্লেখ থাকলে তা অবশ্যই মূল্যবান প্রাথমিক সূত্রতবে সেই সংবাদকে আরও সরকারি নথি ও অন্যান্য স্বাধীন সূত্র দিয়ে যাচাই করাই হবে ইতিহাসচর্চার সঠিক পদ্ধতি। এখানেই রাজনৈতিক প্রচার ও ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য। এবার আসা যাক আরও বিস্ফোরক প্রশ্নে। সুভাষচন্দ্র বসু কি ‘War Criminal’ বা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন? এই প্রশ্নের সঙ্গে একটি বহুল প্রচারিত তথাকথিত নেহরু-অ্যাটলি চিঠির কাহিনি জড়িয়ে আছে। ১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখযুক্ত একটি চিঠি বহু বছর ধরে প্রচারিত হয়েছে, যেখানে নেহরুর নামে সুভাষচন্দ্রকে ‘your war criminal’ বলা হয়েছে এবং দাবি করা হয়েছে যে স্ট্যালিন তাঁকে সোভিয়েত ভূখণ্ডে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন।

কিন্তু এখানেই ইতিহাসের সতর্কতা প্রয়োজন

চিঠিটির প্রচলিত প্রতিলিপিতে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে’Clement Attlee’-এর নামের ভুল, ‘Jawaharlal’-এর বানান, ‘১০ Down Street’ ইত্যাদি। চিঠিটির মূল সরকারি নথি হিসেবে প্রামাণিকতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বিভিন্ন fact check এবং সংবাদ-অনুসন্ধানে এটিকে প্রমাণিত নেহরু-চিঠি হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু এখানেই বিষয়টি শেষ হয়ে যায় না

কারণ, চিঠিটির প্রচলিত কাগজটি এবং শ্যামলাল জৈনের সাক্ষ্যএই দুটি বিষয়কে এক করে দেখা ঠিক নয়। নেতাজির অন্তর্ধান-রহস্য নিয়ে গঠিত খোসলা কমিশনের সামনে শ্যামলাল জৈন তাঁর স্মৃতি থেকে নেহরুর নির্দেশে একটি চিঠি টাইপ করার কথা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের বিভিন্ন অংশ পরবর্তী দশকগুলিতে প্রবল বিতর্কের জন্ম দেয়। সেই সাক্ষ্য এবং তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে অধ্যাপক সমর গুহ বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন। ১৯৭৮ সালে এস. চাঁদ অ্যান্ড কোম্পানি থেকে প্রকাশিত সমর গুহর Netaji– Dead or Alive? বইটি এই বিতর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। গ্রন্থটির প্রকাশ-তথ্য স্বাধীন গ্রন্থাগারিক ও বইয়ের ক্যাটালগেও নিশ্চিত করা যায়। অতএব, যুক্তিসঙ্গত অবস্থানটি হওয়া উচিত না‘চিঠিটি নিশ্চিতভাবে সত্য’, আবার না ‘চিঠির সঙ্গে সম্পর্কিত সব সাক্ষ্যই জাল’। বরং প্রশ্ন হওয়া উচিত: মূল নথি কোথায়? সাক্ষ্যের পূর্ণ প্রতিলিপি কী বলে? সমসাময়িক সরকারি ফাইল কী বলে? পরবর্তী তদন্তে কোন দলিল গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে?

ইতিহাসের প্রতি ন্যায়বিচার করতে হলে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতেই হবে।আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলধরা যাক, কোনও রাজনৈতিক বা সরকারি নথিতে সুভাষচন্দ্রকে ‘war criminal’ বলা হয়েছিল। তাতেই কি ইতিহাসের বিচারে তিনি যুদ্ধাপরাধী হয়ে যান? অবশ্যই নয়।

‘War criminal’ একটি আইনি-ঐতিহাসিক অভিধা। কোনও ব্যক্তিকে যুদ্ধাপরাধী বলার জন্য নির্দিষ্ট অপরাধ, তার প্রমাণ, সংশ্লিষ্ট আইন এবং বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রশ্ন আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধে যে অবস্থান নিয়েছিল, তার রাজনৈতিক অভিঘাত ছিল প্রবল। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অভিধা এবং স্বাধীন ভারতের ইতিহাসচর্চায় কোনও ব্যক্তির চূড়ান্ত ঐতিহাসিক মূল্যায়নএই দুটি এক বিষয় নয়।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রাষ্ট্রের অবস্থানকে সরলীকরণ করলে নেতাজির রাজনৈতিক প্রকল্পের প্রকৃতি বোঝা যায় না। একইভাবে, নেতাজি জাপানের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন বলেই তাঁকে ‘যুদ্ধাপরাধী’ বলে অভিহিত করা ইতিহাসের জটিল বাস্তবতাকে এক শব্দে মুছে ফেলার নামান্তর।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে সমালোচনা হতে পারে। তাঁর সামরিক কৌশল নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। অক্ষশক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কঠিন প্রশ্নও উঠতে পারে। কিন্তু ‘যুদ্ধাপরাধী’ শব্দটি ব্যবহার করলে তার পক্ষে ঐতিহাসিক ও আইনগত প্রমাণও দেখাতে হবে। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান নিয়ে ভারত সরকার একাধিক তদন্ত করেছে। শাহনওয়াজ কমিটি বিমানদুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল; পরে ১৯৭০ সালে গঠিত খোসলা কমিশনও একই মূল সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। পরবর্তী সময়ে মুখার্জি কমিশনও বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করে। সরকারি নথিতেই এই ধারাবাহিক অনুসন্ধানের ইতিহাস সংরক্ষিত রয়েছে।

অর্থাৎ ‘নেতাজি মারা গিয়েছিলেন কি না’এই প্রশ্নটি কেবল আবেগের বিষয় নয়; এটি রাষ্ট্রের বহু দশকের অনুসন্ধানের বিষয়। আর এই কারণেই সমর গুহর মতো সাংসদদের ভূমিকা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন, নথি প্রকাশের দাবি করেছিলেন এবং পুনরায় তদন্তের জন্য রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। সমর গুহর Netaji– Dead or Alive? সেই দীর্ঘ বিতর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশিত দলিল। আজকের দিনে নেতাজিকে নিয়ে সবচেয়ে বড় বিপদ সম্ভবত তাঁকে নিয়ে অতিরিক্ত রাজনীতি করা নয়; তাঁকে রাজনৈতিক প্রতীকে পরিণত করে তাঁর প্রকৃত ইতিহাসকে আড়াল করে দেওয়া।

এক পক্ষ তাঁকে নিজেদের মতাদর্শের পূর্বপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অন্য পক্ষ তাঁকে অন্য কারও বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। কেউ তাঁর উত্তরাধিকারকে আঞ্চলিক পরিচয়ের সঙ্গে বেঁধে ফেলতে চায়। আবার কেউ তাঁর নাম ব্যবহার করে পুরনো রাজনৈতিক বিরোধ পুনরুজ্জীবিত করতে চায়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র এই সমস্ত সংকীর্ণতার চেয়ে বড়। তাঁকে বুঝতে হলে পড়তে হবে তাঁর নিজের লেখা, আজাদ হিন্দ সরকারের নথি, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের দলিল, ব্রিটিশ গোয়েন্দা নথি, সমকালীন সংবাদপত্র, তাঁর সহযোদ্ধাদের স্মৃতিকথা এবং পরবর্তী তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট। কোচবিহারের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি প্রযোজ্য। কোনও রাজনৈতিক নেতা কী বললেন, সেটি ইতিহাসের বিকল্প হতে পারে না। বরং ইতিহাসের কাছে রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও জবাবদিহি থাকা উচিত। সুভাষচন্দ্র বসুকে ঘিরে আজও যে আবেগ জেগে ওঠে, তার কারণ তিনি কেবল অতীতের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী নন। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক অসম্পূর্ণ স্বপ্নের নাম। তিনি এমন এক রাজনৈতিক সম্ভাবনার প্রতীক, যার পরিণতি ইতিহাসে ঘটেনিকিন্তু যার আকর্ষণ প্রজন্মের পর প্রজন্মকে টেনে নিয়ে চলেছে। তাই তাঁকে নিয়ে বিতর্ক থামবে না। বরং বিতর্ক আরও বাড়বে। নতুন নথি বেরোবে, পুরনো দলিল পুনরায় পড়া হবে, প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যা প্রশ্নের মুখে পড়বে।কিন্তু সেই বিতর্কের ভাষা যেন কুৎসার না হয়, দলীয় আনুগত্যের না হয়, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের না হয় ইতিহাসের ভাষা হোক দলিলের।

কোচবিহারের ভারতভুক্তিতে দেবনাথ দাসের ভূমিকা যদি থাকেদলিল তা প্রতিষ্ঠা করুক। যদি না থাকেদলিলই তা খণ্ডন করুক। নেহরুর নামে প্রচারিত চিঠি সত্য হলে তার মূল নথি সামনে আসুক; মিথ্যা হলে তার উৎস ও নির্মাণপ্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হোক। ‘যুদ্ধাপরাধী’ অভিধা যদি কেউ ব্যবহার করেন, তবে তার ঐতিহাসিক ও আইনগত ভিত্তি দেখান।

কারণ সুভাষচন্দ্রের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা তাঁকে প্রশ্নের ঊর্ধ্বে বসানো নয়

প্রকৃত শ্রদ্ধা হলতাঁকে নিয়ে যত বড় প্রশ্নই উঠুক, সত্যকে সামনে আনার সাহস রাখা। রাজনীতির আকাশে বহু নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত হয়েছে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি যেন অন্যরকম। তিনি ফিরে আসেনপ্রতিবার কোনও না কোনও বিতর্কের মধ্য দিয়ে, কোনও না কোনও প্রশ্নের ভিতর দিয়ে, কোনও না কোনও প্রজন্মের কণ্ঠে। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি এখনও ধ্রুবতারা।রাজনীতির তীর্থক্ষেত্রে সময়ের চক্র যতবারই ঘুরে আসুক, সুভাষচন্দ্রের নাম ততবারই নতুন করে উচ্চারিত হবে। কারণ কিছু নেতা ইতিহাসে থাকেন।আর কিছু নেতামানুষের হৃদয়ে।

শতবর্ষে সুকান্ত : ‘ছাড়পত্র’- র ওপারে এক বিষন্ন ও আপসহীন লড়াই..........

সুনীল মাইতি
(বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

২০২৬ সালে এসে দাঁড়িয়ে যখন আমরা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ উদযাপন করছি; তখন স্বভাবতই তাঁকে স্মরণের পরিচিত কাঠামোটি ফের সক্রিয় হয়ে ওঠে। ‘কিশোর কবি’; ‘ক্ষুধার রাজ্যের কবি’ কিংবা ‘আঠারো বছর বয়সের উদ্দীপনা’--এই কয়েকটি বাঁধাধরা লেবেলেই বাঙালির মননে বন্দী থেকে গেছেন তিনি। কিন্তু শতবর্ষের এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ দাঁড়িয়ে সুকান্ত কি কেবলই আগ্নেয় স্লোগান আর সমাজতান্ত্রিক প্রচারপত্র রচনা করেছিলেন? নাকি তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনের আড়ালে রয়ে গেছে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন; প্রাতিষ্ঠানিক বামপন্থার সঙ্গে শিল্পচেতনার মৃদু সংঘাত এবং এক চরম আত্মত্যাগের না-বলা ইতিহাস? আজকের যুদ্ধবিদ্ধ; বৈষম্যপীড়িত এবং প্রযুক্তির বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত পৃথিবীতে সুকান্তের সেই অনালোচিত জীবন ও সাহিত্য কতটা প্রাসঙ্গিক; তা নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।

সুকান্তের কবিপরিচয় তাঁর কর্মীপরিচয়ের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল নাকি কর্মীপরিচয়টাই কবিকে অকালে গ্রাস করেছিল এই বিতর্ক বহুদিনের। মাত্র ২১ বছরের জীবনসীমানায় তিনি যেভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকার কিশোর সভা পরিচালনা করেছেন; তা নিছক লেখালেখির কাজ ছিল না। ১৯৪৩-এর মন্বন্তর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী চরম দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় লঙ্গরখানা চালানো; ত্রাণ সংগ্রহ করা এবং উদ্বাস্তু শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর যে অমানুষিক দৈহিক শ্রম তিনি দিয়েছিলেন; তা তাঁর ভঙ্গুর শরীরকে ক্রমেই ক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

সুকান্তকে নিয়ে আলোচনা প্রায়শই অনুপস্থিত থাকে তাঁর ব্যক্তিগত বিষাদ এবং নির্জনতা। তাঁর কবিতায় যে উত্তপ্ত প্রতিরোধের সুর পাওয়া যায়; তার ঠিক নিচেই বইত এক গভীর আক্ষেপ ও ব্যক্তিগত বেদনার চোরাস্রোত। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে যাদবপুর টিবি হাসপাতালে দিন কাটানোর সময় এবং শেষ পর্যায়ে শুয়ে লেখা চিঠিগুলোতে ফুটে ওঠা এক অপরিসীম একাকীত্ব। দলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং কবিতার ‘কমিটেড’ রুপের অন্তরালে যে সংবেদনশীল মানুষটি নির্জনতায় কষ্ট পেতেন; বাংলা সমালোচনা সাহিত্য সেই ‘প্রাইভেট- সুকান্ত’ কে খুব একটা স্পর্শ করেনি।

চারপাশের কবি -লেখক সমাজ যখন বিষ্ণু দে; সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বদের নিয়ে মুখরিত; তখন তরুণ সুকান্তকে লড়তে হয়েছিল এক দ্বিমুখী লড়াইয়ে। একাতারে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন; অন্যদিকে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নান্দনিক অনুশাসনের কড়াকড়ি। সুকান্ত কি কেবলই পার্টির প্রচারক ছিলেন? তাঁর ‘ছাড়পত্র’ ‘পূর্বাভাস’ বা মিঠে কড়া’রকরার পাণ্ডুলিপি গভীরভাবে পাঠ করলে বোঝা যায়; মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি কোনো যন্ত্রের মত ব্যবহার করেননি, বরং সাধারণ মানুষের ভাষার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন এক নিজস্ব শৈলিতে।

মার্চেন্ট অব ভেনিসের অনুবাদ কিংবা রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রমাণ করে যে; তিনি কেবল সংকীর্ণ রাজনৈতিক সাহিত্যের অনুগামী ছিলেন না। পার্টির আভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত ও তৎকালীন কমিউনিস্ট মতাদর্শের জটিল রাজনীতি অনেক সময় তাঁর সুকুমার সাহিত্যভাবনাকে চেপে ধরেছিল কি না এই প্রশ্নটি সুকান্তচর্চায় আজও রহস্যজনকভাবে উপেক্ষিত।

২০২৬ এর প্রেক্ষিতে:: সুকান্তের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা শতবর্ষ পরেই আজ ২০২৬ সালের এই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সুকান্ত কেন প্রাসঙ্গিক? আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে তরুণ প্রজন্ম যখন অ্যালগরিদম ও ভার্চুয়াল বাস্তবতার ফাঁদে পড়ে ক্রমেই সমাজবিচ্ছিন্ন ও সংবেদনশীল হয়ে পড়ছে; তখন সুকান্তের ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতার অনমনীয় মানসিকতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই কবিতা কেবল বয়সের কথা বলে না; তা বলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ানোর নৈতিক সাহসের কথা।

বিশ্বজুড়ে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান আজ ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। সুকান্তের “ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়/ পূর্ণিমা- চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি”--, এই পংক্তি কেবল ১৯৪০- এর দশকের কলকাতার চালের আকালের দলিল নয়; বরং আজকের খাদ্য সংকট; মূল্যবৃদ্ধি এবং পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে এক চিরন্তন প্রতিবাদী রূপক। ‘ছাড়পত্র’ কবিতায় সুকান্ত লিখেছিলেন: “এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি/ নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।” জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ ধ্বংসের এই যুগে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়ার এই অঙ্গীকার অত্যন্ত আধুনিক ও জরুরি রাজনৈতিক বার্তা বহন করে। সুকান্তকে কেবল একটি অতীত মূর্তি বা বার্ষিক উৎসবের স্মৃতিচিহ্ন বানিয়ে রাখলে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হবে। তাঁর রাজনৈতিক নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগের যে ইতিহাস; তা আজকের সুবিধাবাদী রাজনীতি ও ভোগবাদী সংস্কৃতির মুখে এক বড় প্রশ্নচিহ্ন।

শতবর্ষের আলোয় তাই সুকান্তকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে কোনো দলীয় ফ্রন্টলাইনার হিসেবে নয়; বরং এক দূরদর্শী; সংবেদনশীল এবং আপোসহীন যুবনেতা ও কবি হিসেবে; যিনি নিজের রক্তমাংসের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন; শিল্পীর চূড়ান্ত সার্থকতা মানুষের পাশে দাঁড়ানোতেই।

রামচন্দ্রপুর; মেচেদা;
পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার ৬২৯৫৫৩৩০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

19-08-26.pmd 1 19-08-2026, 00:51

আজ সর্পদেবী মা মনসার পূজা। এই উপলক্ষ্যে দুর্গাবাড়িতে নিয়মরীতি মেনে হচ্ছে পূজার্চনা। ছবি নিজস্ব।

আমেরিকায় ১০০-র বেশি প্রযুক্তি শিল্পনেতার সঙ্গে বৈঠক গুজরাটকে দীর্ঘমেয়াদি টেক পার্টনার হিসেবে তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

গান্ধীনগর, ১৮ আগস্ট (আইএএনএস): শুধুমাত্র বিনিয়োগের গন্তব্য নয়, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত অংশীদার হিসেবে গুজরাটকে তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। মঙ্গলবার আমেরিকা সফরের দ্বিতীয় দিনে সেমিকন্ডাক্টর ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের ১০০-র বেশি শিল্পনেতার সঙ্গে রাউন্ড টেবিল ও একান্ত বৈঠক করেন তিনি।

পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এডটেক, হেলথটেক, গেমিং এবং ডিপটেক ক্ষেত্রের নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদল। বিনিয়োগ, গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং মার্কিন সংস্থাগুলির সঙ্গে গুজরাটের ব্যবসায়িক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ভূপেন্দ্র প্যাটেল সংস্থাগুলিকে আগামী বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য ভাইব্র্যান্ট গুজরাট গ্লোবাল সামিট ২০২৭-এ অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। বিজনেস-টু-বিজনেস এবং বিজনেস-টু-গভর্নমেন্ট বৈঠকের মাধ্যমে সম্ভাব্য অংশীদারিত্বের সুযোগ খুঁজে দেখারও আহ্বান জানান তিনি।

সেমিকন্ডাক্টর ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের শিল্পনেতাদের সঙ্গে আলোচনায় প্যাটেল সিলিকন ভ্যালির প্রযুক্তিগত সক্ষমতার সঙ্গে গুজরাটের শিল্পভিত্তিকে একত্রিত করার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রযুক্তি সংস্থাগুলির জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন, উৎপাদন এবং বিশ্ববাজারে সম্প্রসারণসব ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্যাটেলের কথায়, "পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি হাবের সাফল্য শুধু উদ্ভাবনের ওপর নির্ভর করবে না। জমি, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মূলধন, দক্ষ মানবসম্পদ এবং নীতিগত স্থিতিশীলতাসব সুবিধা একসঙ্গে দেওয়ার সক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ। গুজরাট এই সমস্ত সুবিধা দিতে এবং প্রযুক্তিনির্ভর বিনিয়োগে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।"

বৈঠকগুলিতে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন এবং উদীয়মান প্রযুক্তিতে গুজরাটের অবস্থান আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনাও উঠে আসে। নীতিগত স্থিতিশীলতা, পরিকাঠামো এবং ব্যবসা পরিচালনার সুবিধার কারণে গুজরাটকে সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনের অন্যতম দ্রুত বিকাশশীল কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরেছে রাজ্য সরকার।

বৈঠকে অংশ নেওয়া শিল্প প্রতিনিধিরাও গুজরাটের পরিকাঠামো, নীতিগত স্থিতিশীলতা, দ্রুত অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং ব্যবসাবান্ধব ও সক্রিয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রশংসা করেন। অন্য একটি রাউন্ড টেবিল বৈঠকে এআই, হেলথটেক, এডটেক এবং গেমিং ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জেনারেটিভ এআই, রোবোটিক্স, শিক্ষাপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি এবং গেমিংয়ের সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন প্যাটেল।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে গুজরাটে এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার কীভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয়। লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল-সহ জেনারেটিভ জ্ঞজ-এর বিজ্ঞাপন, কনটেন্ট তৈরি, ভিডিও নির্মাণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রয়োগ নিয়েও মতবিনিময় হয়।

গেমিং ক্ষেত্রেও গুজরাটে নতুন সম্ভাবনা তৈরির বিষয়টি উঠে আসে। গুজরাটে অনুষ্ঠিত হতে চলা কমনওয়েলথ গেমসকে কেন্দ্র করে গেমিং ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন প্যাটেল ও শিল্প প্রতিনিধিরা। সহায়ক নীতি, উদ্ভাবন এবং শিল্পের বৃহত্তর অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রকে এগিয়ে নেওয়ার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ভাইব্র্যান্ট গুজরাট গ্লোবাল সামিট ২০২৭-এর আগে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়ানোর বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ হিসেবেই মুখ্যমন্ত্রীর আমেরিকা সফর। সফরের প্রথম দিনে সান ফ্রান্সিসকোতে গুজরাটি প্রবাসীদের সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা গুজরাটি প্রতিভার সঙ্গে রাজ্যের ক্রমবর্ধমান সেমিকন্ডাক্টর, এআই ও প্রযুক্তি ইকোসিস্টেমের আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

রাজ্যের মুখ্যসচিব এম কে দাস এবং শিল্প দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মমতা ভার্মাও বৈঠকগুলিতে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা গুজরাটের উন্নয়নের যাত্রা, ভাইব্র্যান্ট গুজরাট সামিটের বিভিন্ন পর্ব এবং ২০২৭ সালের সংস্করণের প্রস্তুতির বিষয়ে শিল্পনেতাদের অবহিত করেন।

প্রচলিত উৎপাদন শিল্পের গণ্ডি ছাড়িয়ে সেমিকন্ডাক্টর, এআই এবং অন্যান্য প্রযুক্তিনির্ভর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকর্ষণ করাই গুজরাট সরকারের নতুন লক্ষ্য। গবেষণা, দক্ষ মানবসম্পদ, উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাজারকে এক সুসংহত ইকোসিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করে রাজ্যকে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ উপযোগী শ্রেণিকক্ষ গড়বে এআই, পড়ুয়াদের ঝরে পড়ার ঝুঁকিও চিহ্নিত করবে: হিমন্ত বিশ্বশর্মা

গুয়াহাটি, ১৮ আগস্ট (আইএএনএস): কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর মাধ্যমে অসমের স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পড়ুয়াকেন্দ্রিক করে তোলার পরিকল্পনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। মঙ্গলবার তিনি জানান, রাজ্যে এমন 'ভবিষ্যৎ-উপযোগী শ্রেণিকক্ষ' গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যেখানে এআই-এর সাহায্যে পড়ুয়াদের শেখার ঘাটতি দ্রুত চিহ্নিত করা যাবে, শিক্ষকদের সহায়তা করা হবে এবং পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সময়মতো সাহায্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "শিক্ষার ভবিষ্যৎ হবে বুদ্ধিমান, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পড়ুয়াকেন্দ্রিক।" তাঁর মতে, এআই-এর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পড়ুয়াদের শেখার সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়েই চিহ্নিত করার পাশাপাশি শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ার ঝুঁকিতে থাকা ছাত্রছাত্রীদেরও শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

হিমন্ত বিশ্বশর্মার প্রকাশ করা রোডম্যাপ অনুযায়ী, অসমের স্কুলগুলিতে এআই-চালিত উপস্থিতি ও ছাত্রছাত্রীদের ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর মাধ্যমে পড়ুয়াদের নিয়মিত উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের ওপর নজর রাখা যাবে এবং যারা ধীরে ধীরে পড়াশোনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে আগাম সতর্কবার্তা পাওয়া সম্ভব হবে।

শিক্ষকদের সহায়তার জন্যও এআই-নির্ভর বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। পাঠ পরিকল্পনা তৈরি থেকে শুরু করে শ্রেণিকক্ষে পড়ানোর ক্ষেত্রে এআই-সহায়ক সরঞ্জাম শিক্ষকদের কাজে লাগানো হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি আরও শক্তিশালী করতে এআই-নির্ভর পড়ার দক্ষতা বা 'রিডিং ফ্লুয়েন্সি' মূল্যায়ন চালু করা হবে। এর মাধ্যমে পড়ুয়াদের পড়ার ক্ষমতা যাচাই করার পাশাপাশি কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সহায়তা প্রয়োজন, তা চিহ্নিত করা যাবে।

এছাড়াও নির্দিষ্ট সময় অন্তর পড়ুয়াদের মূল্যায়নের জন্য একটি এআই চ্যাটবট ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতি মূল্যায়নে প্রযুক্তিনির্ভর আরও একটি ব্যবস্থা যুক্ত হবে।

হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, স্কুলে শুধু প্রযুক্তি নিয়ে আসাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য নয়। শিক্ষক ও পড়ুয়া উভয়ের হাতে এমন সরঞ্জাম তুলে দেওয়াই উদ্দেশ্য, যা শিক্ষার ফলাফল উন্নত করতে সাহায্য করবে।

তিনি বলেন, "এআই আমাদের এমন শ্রেণিকক্ষ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে, যেখানে শেখার ঘাটতি দ্রুত চিহ্নিত করা যাবে, স্কুলছুট হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা পড়ুয়াদের শনাক্ত করা যাবে, প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি শক্তিশালী হবে, শিক্ষকদের আরও উন্নত সরঞ্জাম দেওয়া যাবে এবং প্রতিটি শিশুকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে এগিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা অর্জনে ক্ষমতায়িত করা যাবে।"

স্কুলশিক্ষার মানোন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষার ভিত শক্তিশালী করা এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে নজরদারি ও শ্রেণিকক্ষের সহায়তা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে অসম সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক উদ্যোগের ওপর জোর দিচ্ছে। প্রস্তাবিত এআই রোডম্যাপ সেই বৃহত্তর উদ্যোগেরই অংশ।উপস্থিতি, পড়ুয়া পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন, পড়ার দক্ষতা যাচাই এবং শিক্ষক সহায়তাস্কুলশিক্ষার একাধিক ক্ষেত্রে এআই ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে পড়ুয়াদের শেখার সমস্যা চিহ্নিত করে দ্রুত তার সমাধানের জন্য আরও তথ্যনির্ভর ব্যবস্থা গড়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এইমস দিল্লিতে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হল স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে. পি. নাড্ডার, বর্তমানে স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জে. পি. নাড্ডার দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এ অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে মঙ্গলবার চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

এইমস-এর কার্ডিওলজি বিভাগে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। হাসপাতালের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জে. পি. নাড্ডার ১৭ আগস্ট ২০২৬ অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়েছে। তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন এবং নয়াদিল্লির এইমস-এর কার্ডিওলজি বিভাগে পর্যবেক্ষণে আছেন।"

জানা গেছে, অসুস্থ বোধ করার পর গত ১৩ আগস্ট সন্ধ্যায় নাড্ডাকে এইমস-এ ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করার পর ১৪ আগস্ট করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি-সহ বেশ কয়েকটি পরীক্ষা করেন।অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বা পারকিউটেনিয়াস করোনারি ইন্টারভেনশন (পিসিআই) হৃদযন্ত্রের সরু বা ব্লক হয়ে যাওয়া ধমনী খুলে রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক করার একটি কম আক্রমণাত্মক চিকিৎসা পদ্ধতি। সাধারণত একটি সরু ক্যাথেটারের মাধ্যমে ছোট বেলুন ধমনীর সংকুচিত অংশে পৌঁছে তা প্রসারিত করা হয়, যাতে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এইমস-এর তরফে নাড্ডার অ্যাঞ্জিওগ্রাফির ফলাফল বা নির্দিষ্ট রোগ নির্ণয় সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও তথ্য জানানো হয়নি।

বিজেপির জাতীয় সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন জে. পি. নাড্ডা। বর্তমানে তিনি নরেন্দ্র মোদি সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং রাসায়নিক ও সার মন্ত্রকের দায়িত্বে রয়েছেন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতেও তিনি বিভিন্ন বৈঠকে সভাপতিত্ব করা এবং দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত কর্মসূচি পর্যালোচনার কাজে সক্রিয় ছিলেন।করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি একটি হৃদযন্ত্রের রোগ নির্ণয়কারী পরীক্ষা, যার মাধ্যমে হৃদযন্ত্রে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীগুলির অবস্থা পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষায় সাধারণত একটি সরু ক্যাথেটারের মাধ্যমে করোনারি ধমনীতে বিশেষ কনট্রাস্ট ডাই প্রবেশ করানো হয়। এরপর এক্স-রে ইমেজিংয়ের সাহায্যে ধমনীর কোথাও সংকোচন বা ব্লকেজ রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা।

মধ্যপ্রদেশের ভিন্দে পথ দুর্ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের ৮ শ্রমিকের মৃত্যু, ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা যোগীর

গোয়ালিয়র/লখনউ, ১৮ আগস্ট (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশের ভিন্দ জেলায় শ্রমিকবোঝাই একটি গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে উত্তরপ্রদেশের আট শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে।

রাত প্রায় ১টার দিকে গোয়ালিয়র এলাকার কাজ শেষ করে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরি জেলায় নিজেদের বাড়িতে ফিরছিলেন শ্রমিকরা। গোহাদ এলাকার ছিমকা গ্রামের কাছে হাইওয়েতে একটি গরুর পালকে এড়াতে গিয়ে দ্রুতগতির পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডাম্পার ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায় বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল যে পিকআপটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গাড়ির ভিতরে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং বেশ কয়েকজন গাড়ির মধ্যে আটকে পড়েন। ঘটনার খবর পেয়ে গোহাদ চৌরাস্তা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাহায্যে পুলিশ গাড়িতে আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধার করে। আহতদের দ্রুত গোহাদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসকরা আটজন শ্রমিককে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য গোয়ালিয়রে পাঠানো হয়েছে। মৃতদের দেহ মর্গে রাখা হয়েছে এবং তাঁদের পরিচয় শনাক্ত করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। মৃতদেহগুলি তাঁদের নিজ নিজ জেলায় পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে প্রশাসন।

পুলিশ জানিয়েছে, পিকআপে থাকা সমস্ত শ্রমিকই উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরি জেলার বাসিন্দা ছিলেন। ধান রোপণের কাজের জন্য তাঁরা গোয়ালিয়র অঞ্চলে এসেছিলেন। কাজ শেষ করে পিকআপে করে বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভিন্দের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক। তিনি মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের মধ্যপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে মৃত শ্রমিকদের দেহ তাঁদের নিজ নিজ জেলায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি আহতদের উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করারও নির্দেশ দেন তিনি।

মিজোরামে ১২.০৯ কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার, গ্রেফতার ২

আইজল, ১৮ আগস্ট (আইএএনএস): মিজোরামের সাইতুয়াল জেলায় পৃথক দুটি যৌথ অভিযানে প্রায় ১২.০৯ কোটি টাকা মূল্যের হেরোইন উদ্ধার করল অসম রাইফেলস ও মিজোরাম পুলিশ। এই ঘটনায় দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে মঙ্গলবার আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সাইতুয়াল জেলার এনগোপা এলাকায় মিজোরাম পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালায় অসম রাইফেলস। অভিযানে একটি মাদক পাচারকারীকে আটক করে যৌথ বাহিনী। তার কাছ থেকে ১০৯টি সাবান কেসে লুকিয়ে রাখা মোট ১.১৮০ কেজি হেরোইন উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য ৮.৮৫ কোটি টাকা।

জানা গিয়েছে, গাড়িটির পিছনের নম্বর প্লেটের ঠিক পিছনে বিশেষভাবে তৈরি একটি চেম্বারের মধ্যে মাদকগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। মাদক বহনে ব্যবহৃত গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করেছে যৌথ বাহিনী।

অন্য একটি অভিযানে একই এনগোপা এলাকায় একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৪০টি সাবান কেসে লুকিয়ে রাখা ৪৩২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এই মাদকের আনুমানিক মূল্য ৩.২৪ কোটি টাকা। অভিযানে একটি ট্রাক বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি দেবেন্দ্র সিং নামে ৫৭ বছর বয়সি এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি বিহারের মুজফরপুর জেলার বাসিন্দা।

দুটি ঘটনাতেই উদ্ধার হওয়া মাদক, বাজেয়াপ্ত করা দুটি গাড়ি এবং গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্তকে পরবর্তী তদন্ত ও আইনি পদক্ষেপের জন্য মিজোরাম পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস (এনডিপিএস) আইনে মামলা করা হয়েছে।

নিরাপত্তা বাহিনী ও মিজোরাম পুলিশের এই অভিযান রাজ্যের মধ্য দিয়ে মাদক পাচার রুখতে চলমান তৎপরতারই অংশ। প্রতিবেশী মিয়ানমার থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে মাদক প্রবেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট রুট হিসেবে মিজোরামকে ব্যবহার করা হয়।

সাইতুয়াল জেলা মিজোরামের উত্তরাংশে অবস্থিত। পাহাড়ি এই জেলার সঙ্গে মণিপুর এবং মিয়ানমারের সীমান্ত রয়েছে।

মিয়ানমার ও বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘ এবং বেশিরভাগ অংশে বেড়াবিহীন আন্তর্জাতিক সীমান্তের কারণে মিজোরাম উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাদক পাচার করিডর হয়ে উঠেছে। মিয়ানমারের সঙ্গে মিজোরামের ৫১০ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ৩১৮ কিলোমিটার বেড়াবিহীন আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে।

মিয়ানমারের চিন প্রদেশকে মিজোরামে বিভিন্ন ধরনের মাদক, বন্যপ্রাণী এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ সামগ্রী পাচারের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাইতুয়াল, চাম্ফাই, সিয়াহা, লংটলাই, হ্নাহতিয়াল এবং সেরছিপএই ছয়টি জেলার মাধ্যমে পাচারকারীরা মিজোরামে ঢোকার চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং মাদক পাচারের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলিতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে অসম রাইফেলস ও মিজোরাম পুলিশ। মাদক ও অন্যান্য নিষিদ্ধ সামগ্রীর পাচার বন্ধ করার পাশাপাশি সক্রিয় পাচারচক্রগুলিকে ভেঙে দেওয়াই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য।

'আন্দোলনের দ্বিতীয় ধাপ': প্রশ্নফাঁস রুখতে গ্যারান্টিযুক্ত আইন চান ঝাড়খণ্ডের ছাত্রনেতা

রাঁচি, ১৮ আগস্ট (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ড সরকার রাজ্যে ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন (জেএসএসসি) এবং টিডিপিএল-এর মাধ্যমে পরিচালিত সব পরীক্ষা বাতিলের ঘোষণা দেওয়ার পর অনশন প্রত্যাহার করেছেন ছাত্রনেতা দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো। তবে তিনি জানিয়েছেন, আন্দোলন এখানেই শেষ হচ্ছে না। এবার প্রশ্নফাঁস ও পরীক্ষায় অনিয়ম সম্পূর্ণ বন্ধ করতে একটি কঠোর আইন প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলনের 'দ্বিতীয় ধাপ' শুরু হবে।

মঙ্গলবার আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মাহাতো বলেন, তাঁদের আন্দোলনের লক্ষ্য শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষা বাতিল করানো নয়। বরং ঝাড়খণ্ডের গোটা নিয়োগ ও পরীক্ষা ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ, নিরাপদ এবং দুর্নীতিমুক্ত করাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য।

তিনি বলেন, "গতকাল যে সিজিএল পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে, সেটিও ২০২৪ সালের ২৮ জানুয়ারি প্রশ্নফাঁসের কারণে বাতিল হয়েছিল। পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার সময়ও প্রশ্নফাঁস হয় এবং ফের পরীক্ষা বাতিল করতে হয়। এখন যে ১৪টি পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে, ভবিষ্যতে আর প্রশ্নফাঁস হবে নাতার নিশ্চয়তা কী?"

মাহাতোর দাবি, পরীক্ষায় অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি সরকার মেনে নেওয়ায় আন্দোলনের প্রথম ধাপ সফল হয়েছে। এর জন্য তিনি সরকার, ছাত্রছাত্রী এবং আন্দোলনের সমস্ত সমর্থককে ধন্যবাদ জানান।

তাঁর অভিযোগ, ঝাড়খণ্ড গঠনের পর থেকেই বিভিন্ন পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত বিভিন্ন সংস্থা করে আসছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা যথাযথ বিচার পাননি।

ছাত্রনেতা বলেন, ভবিষ্যতে যাতে কোনও ধরনের প্রশ্নফাঁস, প্রশ্নপত্র তৈরিতে অনিয়ম বা পরীক্ষায় কারচুপি না হয়, তার জন্য সরকারকে একটি সুরক্ষিত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে তিনি প্রশ্নফাঁস ও পরীক্ষায় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের জন্য কঠোরতম শাস্তির বিধান চেয়ে রাজ্য বিধানসভায় আইন পাশের দাবি জানান।

মাহাতোর কথায়, "আমরা চাই এমন নিয়োগ পরীক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে কোনও ধরনের প্রশ্নফাঁসের সুযোগ থাকবে না। ভবিষ্যতে প্রশ্নফাঁস, প্রশ্নপত্র তৈরিতে অনিয়ম বা পরীক্ষায় কোনও ধরনের কারচুপি যাতে না হয়, সরকারকে সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। যারা এই ধরনের কাজে জড়িত থাকবে, তাদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবেএই নিশ্চয়তাও চাই। এ বিষয়ে রাজ্য বিধানসভায় একটি আইন পাশ করতে হবে। প্রয়োজনে এই লক্ষ্য পূরণে সংবিধানও সংশোধন করা যেতে পারে। এটাই আমাদের লড়াইয়ের দ্বিতীয় ধাপ।"

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের আইন কার্যকর হলে শুধু বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরাই নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তার সুফল পাবে।

এর আগে অনশন প্রত্যাহারের পর মাহাতো জানিয়েছিলেন, ১৬ দিনের অনশন তাঁরা মর্যাদার সঙ্গে শেষ করেছেন। ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইরফান আনসারি, মন্ত্রী দীপিকা পাণ্ডে এবং বিধায়ক জয়রাম মাহাতোর যৌথ উদ্যোগে অনশন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাঁর দাবি, সাংবিধানিক ও শান্তিপূর্ণভাবে তাঁরা যে দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন, সেগুলি পূরণ হয়েছে।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশেষ মন্ত্রিসভার বৈঠকে জেএসএসসি-সিজিএল এবং টিডিপিএল-এর মাধ্যমে পরিচালিত সমস্ত পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সরকারের এই ঘোষণার পর জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও আন্দোলনকারীরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন, মিষ্টি বিতরণ করেন, স্লোগান দেন এবং রং ও আতশবাজির মাধ্যমে বিজয় উদযাপন করেন। টানা ২৪ দিনের আন্দোলনের পর জেএসএসসি-সিজিএল পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তকে তাঁরা বড় জয় হিসেবে বর্ণনা করেন।

রাখি উৎসব ঘিরে দোকানিরা পসরা সাজিয়ে বসেছে শহরের একটি মার্কেটে। ছবি নিজস্ব

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

যতই যত্ন নেওয়া হোক, নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের পর কেন থেমে যায় চুলের গ্রোথ

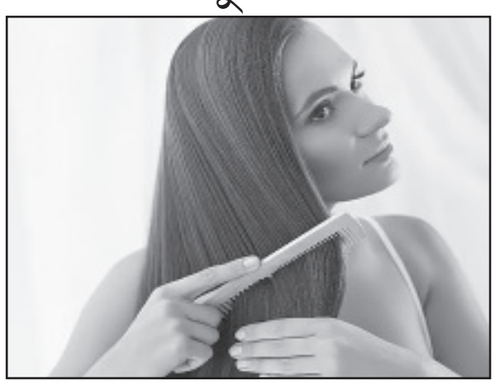

অনেকেরই ইচ্ছে কোমর অবধি লম্বা, ঘন ও ঝলমলে চুল হোক। কিন্তু অনেক সময় নিয়মিত তেল, হেয়ার মাস্ক, কন্ডিশনার ব্যবহার কিংবা স্প্লিট এন্ডস কেটে ফেলার পরও চুল একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের পর আর বাড়ে না। অনেকেই ভাবেন চুলের বৃদ্ধি থেমে গিয়েছে বোধহয়। যদিও বাস্তবে বিষয়টা এমন নয়। গোড়া থেকে নতুন চুল তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যায় না। বরং চুল কতটা লম্বা হতে পারবে, তা নির্ভর করে একাধিক জৈবিক কারণের উপর। কী সেই কারণ?

১. জিন বড় ভূমিকা নেয়

চুলের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে জিনগত বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি চুলের ফলিকলের একটি নির্দিষ্ট 'অ্যানাজেন' বা বৃদ্ধির পর্যায় থাকে। এই পর্যায় যত দীর্ঘ হয়, চুল তত বেশি সময় ধরে বাড়তে পারে। কারও ক্ষেত্রে এই সময় কয়েক বছর হতে পারে, আবার কারও ক্ষেত্রে আরও দীর্ঘ হতে পারে। তাই একই ধরনের হেয়ার কেয়ার রুটিন মেনে চললেও দু'জনের চুলের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য এক নাও হতে পারে।

২. চুলের বৃদ্ধির নিজস্ব চক্র রয়েছে

চুল মূলত তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যায় অ্যানাজেন বা বৃদ্ধির পর্যায়, ক্যাটাজেন বা পরিবর্তনের পর্যায় এবং টেলোজেন বা বিশ্রামের পর্যায়। মাথার চুলের অ্যানাজেন পর্যায় সাধারণত কয়েক বছর স্থায়ী হতে পারে। এই পর্যায় শেষ হলে চুলের বৃদ্ধি থেমে যায় এবং পরবর্তী সময়ে পুরোনো চুল ঝরে গিয়ে নতুন চুল গজানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়।

৩. হরমোন ও পুষ্টির প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ

জিনগত কারণের পাশাপাশি হরমোনের ভারসাম্যও চুলের বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলতে পারে। থাইরয়েডের সমস্যা, PCOS, গর্ভাবস্থা ও সন্তান প্রসবের পরবর্তী পরিবর্তন, মেনোপজ কিংবা অতিরিক্ত স্ট্রেসের মতো বিষয় চুল পড়া বা বৃদ্ধির স্বাভাবিক চক্রে প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়া শরীরে আয়রন, জিঙ্ক, ভিটামিন ঙ্গ, ভিটামিন B১২, বায়োটিন বা প্রোটিনের ঘাটতি থাকলেও চুলের স্বাস্থ্যে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৪. কী ভাবে চুলের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যে পৌঁছবেন?

জিনগত সীমা বদলানো সম্ভব নয়। তবে চুল যাতে ভেঙে গিয়ে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের আগেই ছোট হয়ে না যায়, তার জন্য যত্ন নেওয়া জরুরি। পর্যাপ্ত প্রোটিন ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, অতিরিক্ত হিট স্টাইলিং এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক ট্রিটমেন্ট এড়ানো, স্ক্যাল্পের সমস্যা হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া এবং নিয়মিত কন্ডিশনার ব্যবহার উপকারী হতে পারে। স্প্লিট এন্ডসও সময় মতো ছেঁটে ফেলা উচিত।

চুল বাড়ছে না মনে হলেই কোনও 'ম্যাজিক' তেল বা শ্যাম্পুর উপর নির্ভর করার বদলে চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির চক্র, জিনগত সীমা, পুষ্টি এবং স্ক্যাল্পের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়াই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বার্মিজ কৌশলে বাঙালি রান্নার মুন্সিয়ানা, রইল ইলিশ রেসিপি

বর্ষার এলে যতই জল-কাদা নিয়ে বিরক্তি লাগুক, একটি কারণে বাঙালি বেশ খুশিই হয়। কারণ বাজারে গেলেই দেখা মিলে রুপোলি ইলিশের। ইলিশের তেল, ঝাল, ভাপা, ভাজা, বিরিয়ানি আরও কত যে পদ, তো কি ইয়ত্তা আছে? কিন্তু সেই একই রান্না খেতে খেতে বিরক্তি লাগলে করতে পারেন একটু স্বাদ বদল। রেঁধে ফেলতে পারেন গন্ধরাজ লেবুর সুগন্ধ, নারকেলের দুধ এবং ইলিশ এই তিনের মেলবন্ধনে তৈরি দারুণ সুস্বাদু ইলিশ ট্রামফ্রাডো। এই পদে বার্মিজ রান্নার প্রভাবের সঙ্গে বাঙালি রান্নার কৌশলের সুন্দর মিশেল দেখা যায়। পদের জন্ম জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। রইল সেই অনন্য রেসিপি।

উপকরণ— ইলিশ ৮০০ গ্রাম (৪ জনের জন্য) পেঁয়াজ বাটা ৩ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ২/৩ চা চামচ, নারকেলের দুধ ১০০ মিলি., গন্ধরাজ লেবুর পাতা ৪টি, গন্ধরাজ লেবুর রস ৩ টেবিল চামচ, আদা-জিরে বাটা ২ টেবিল চামচ, সর্ষের তেল ২০০ মিলি. নুন স্বাদমতো

প্রণালী

প্রথমে ইলিশ ভালো করে পরিষ্কার করে জল ঝরিয়ে নিন। নুন-হলুদ দিয়ে মাছ মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন। এরপর কড়াইয়ে অল্প তেল দিয়ে ইলিশের টুকরোগুলি দু'দিক উল্টে পাল্টে হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। মনে রাখবেন, ইলিশ বেশি ভাজা হয়ে গেলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। পেঁয়াজ বাদামি হয়ে এলে আদা-জিরে বাটা, হলুদ এবং লঙ্কা গুঁড়ো অল্প জলে গুলে কড়াইয়ে দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ রান্না করে প্রায় ২০০ মিলি. জল, গন্ধরাজ লেবুর পাতা দিয়ে ফুটতে দিন। গ্রেভি ফুটে উঠলে আঁচ কমিয়ে ভাজা ইলিশ দিয়ে ঢেকে ৫-৮ মিনিট রান্না করুন, যতক্ষণ না মাছ ভালো ভাবে সেদ্ধ হয়। শেষে নারকেলের দুধ, গন্ধরাজ লেবুর রস এবং প্রয়োজন মতো নুন দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করে নামিয়ে নিন।

ব্রণ তাড়াতে মুলতানি মাটি দিয়ে কি উপকার পাচ্ছেন

রূপচর্চায় মুলতানি মাটির ব্যবহার নতুন নয়। তৈলাক্ত ত্বক, ব্রণ এবং দাগছোপ এমন নানা সমস্যায় ত্বকের যত্ন নেয় মুলতানি মাটি। তাই আকছার বিক্রিও হয় মুলতানি মাটির ফেসপ্যাক। কিন্তু আদৌ এই প্রাকৃতিক উপাদান কি মুখে মাখা উচিত? এতে কি সত্যি ত্বকের সময়া কমে? নাকি সমস্যা দ্বিগুণ বেড়ে যায়? মুলতানি মাটি মাখা ভালো না খারাপ? মুলতানি মাটির ভালো-খারাপ নির্ভর করছে ত্বকের উপর। আপনার ত্বক কেমন, তার উপর নির্ভর করছে মুলতানি মাটি কেমন ফল দেবে। মুলতানি মাটি ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল শুষে নেয়। তাই তৈলাক্ত ও ব্রণ-প্রবণ ত্বকে এটি দারুণ কাজ দেয়। কিন্তু ব্রণ কমলেও ব্রণর দাগ এটি মেলায় না। পিগমেনটেশন হালকা করে না। এমনকী বয়সের ছাপও প্রতিরোধ করতে পারে না।

কাদের জন্য মুলতানি মাটি উপযোগী? বিশেষজ্ঞদের মতে, মূলত কমবয়সিদের ত্বকে দুর্দান্ত কাজ দেয় মুলতানি মাটি। আর তৈলাক্ত ত্বক হলে মুলতানি মাটি মাখা ভালো। এতে ত্বকের অতিরিক্ত তেলতেলে ভাব দূর হয়ে যায়। তা ছাড়া দীর্ঘক্ষণ ধুলো-বালির মধ্যে কাজ করলে, ত্বককে পরিষ্কার রাখে মুলতানি মাটি। কারা মুলতানি ব্যবহার করবেন না? শুষ্ক ত্বকে একেবারেই মুলতানি মাটি মাখা উচিত নয়। যদি বয়স বেশি হয়, ত্বকে অজস্র বলিরেখা থাকে, তা হলেও এই উপাদান এড়িয়ে চলা উচিত। আসলে মুলতানি মাটি ত্বকের স্বাভাবিক তেল শুষে নেয়। পিএইচ ভারসাম্য নষ্ট করে এবং ত্বককে অতিরিক্ত শুষ্ক করে তোলে। এর জেরে জেল্লাও কমে যায়। নিয়মিত মুলতানি মাটি ব্যবহার করলে ত্বক আর্দতা হারিয়ে ফেলে।

মুলতানি মাটি বেশি ব্যবহার করলে কী হবে? ঘন ঘন মুলতানি মাটি ব্যবহার করলে কিংবা দীর্ঘক্ষণ মুখে মুলতানি মাটি মেখে বসে থাকলে ত্বকের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট হয়ে যায়। ত্বকের প্রতিরক্ষামূলক স্তর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুষ্ক ও সেনসিটিভ স্কিন আরও স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। ত্বকে জ্বালা ভাব বাড়তে থাকে। এগজিমা ও রোসেসিয়ার সমস্যা বাড়তে থাকে।

কত দিন অন্তর মুলতানি মাটি? তৈলাক্ত ত্বকে প্রতি দুই সপ্তাহে একবার মুলতানি মাটি ব্যবহার করা উচিত। আর মুলতানি মাটি মাখার পরে অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। ১. মুলতানি মাটি কি সব ধরনের ত্বকে ব্যবহার করা যায়? না। তৈলাক্ত ও ব্রণপ্রবণ ত্বকে মুলতানি মাটি বেশি উপযোগী। শুষ্ক ও সংবেদনশীল ত্বকে এটি এড়িয়ে চলা ভালো। ২. মুলতানি মাটি কি ব্রণের দাগ দূর করে? না। এটি ত্বকের অতিরিক্ত তেল কমাতে সাহায্য করলেও ব্রণের দাগ বা পিগমেন্টেশন দূর করে না। ৩. শুষ্ক ত্বকে মুলতানি মাটি ব্যবহার করলে কী হয়? ত্বকের প্রাকৃতিক তেল শুষে নিয়ে শুষ্কতা, টানটান ভাব ও জ্বালা বাড়িয়ে দিতে পারে। ৪. মুলতানি মাটি বেশি ব্যবহার করলে কী ক্ষতি হতে পারে? অতিরিক্ত ব্যবহারে ত্বকের আর্দ্রতা কমে যেতে পারে এবং ত্বকের প্রতিরক্ষামূলক স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ৫. কত দিন অন্তর মুলতানি মাটি ব্যবহার করা উচিত? তৈলাক্ত ত্বকে দুই সপ্তাহে একবার ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যবহারের পর অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার লাগানো উচিত।

এসি'র শুষ্ক পরিবেশ নাকি গরম-আর্দ্র আবহাওয়া ত্বকের জন্য কোনটি বেশি ক্ষতিকর

এসি'র শুষ্ক বাতাস ত্বককে ডিহাইড্রেট করে স্কিন ব্যারিয়ার দুর্বল করতে পারে, আবার গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ঘাম, অতিরিক্ত তেল, দূষণ ও ড্ড্ঝ রশ্মির কারণে ব্রণ ও প্রদাহ বাড়তে পারে। তবে ত্বকের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হতে পারে বারবার এসি থেকে গরম-আর্দ্র পরিবেশে যাতায়াত করা। সঠিক ময়েশ্চারাইজিং, ক্লিনজিং ও সানস্ক্রিন জরুরি।

যা যা জানবেন

এসিব-তে ত্বকের প্রভাব

গরম-আর্দ্র আবহাওয়ার প্রভাব

বারবার পরিবেশ বদলের সমস্যা কী ভাবে যত্ন নেবেন

Sunscreen জরুরি নাকি না

সারাদিন এয়ার কন্ডিশনড অফিসে থাকার পর ত্বক টানটান ও শুষ্ক লাগে? এদিকে বাইরে বেরোলেই হঠাৎ ত্বক তৈলাক্ত, ঘামে ভর্তি বা ব্রণপ্রবণ হয়ে ওঠে? বিষয়টি হালকা ভাবে নেওয়া উচিত নয়। ত্বককে বারবার দু'ধরনের সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হলে এই সমস্যা হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু ত্বকের জন্য এসি-র পরিবেশ বেশি ক্ষতিকর, নাকি গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া?

এসি-তে থাকলে ত্বকের কী হয়? এয়ার কন্ডিশনড ঘরে বাতাসে আর্দ্রতা তুলনামূলক কম থাকে। দীর্ঘক্ষণ এমন পরিবেশে থাকলে ত্বক শুষ্ক, টানটান ও ডিহাইড্রেটেড হয়ে যেতে পারে। ক্রমাগত শুষ্কতার কারণে ত্বকের উপরের সুরক্ষাকবচ বা স্কিন ব্যারিয়ার দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। ফলে ত্বকে সংবেদনশীলতা, জ্বালা, রুক্ষতা ও নিষ্প্রভ ভাব দেখা দিতে পারে।

গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় কী হয়? গরম ও আর্দ্র পরিবেশে শরীরে ঘাম এবং সিবাম বা প্রাকৃতিক তেল উৎপাদন বাড়তে পারে। ঘাম, অতিরিক্ত তেল, দূষণ এবং সূর্যের রশ্মি একসঙ্গে মিশে ত্বকের রন্ধ্র বন্ধ করে দিতে পারে। ফলে ব্রণ ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে শুধু তাই আর্দ্র ত্বকের জন্য ক্ষতিকর নয়। তাপ, ঘাম, অতিরিক্ত তেল, দূষণ ও UV রশ্মির সম্মিলিত প্রভাবে ত্বকে প্রদাহ ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বাড়তে পারে। এর ফলে কোলাজেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অকালবার্ধক্যের লক্ষণও দেখা দিতে পারে।

এসি নাকি আর্দ্র আবহাওয়াকোনটি বেশি ক্ষতিকর? এর সঠিক উত্তর নেই। চিকিৎসকের মতে, ঠান্ডা ও শুষ্ক ঘর থেকে বারবার গরম ও আর্দ পরিবেশে যাওয়াটাই ত্বকের জন্য বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। এই পরিবর্তনের ফলে স্কিন ব্যারিয়ারের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। ত্বকের ধরন অনুযায়ী মুখ কখনও অতিরিক্ত শুষ্ক, কখনও তৈলাক্ত বা সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে। কী ভাবে ত্বকের যত্ন নেবেন? ত্বকের সুরক্ষাকবচ ঠিক রাখতে প্রথমে pH-ব্যালান্সড মাইল্ড ক্লিনজার ব্যবহার করুন, যা ত্বকের প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক তেল পুরোপুরি দূর করে না। এরপর সিরামাইড, গ্লিসারিন বা হায়ালুরোনিক অ্যাসিডযুক্ত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। এসি-তে থাকার কারণে দিনের মধ্যে ত্বক শুকিয়ে গেলে প্রয়োজন অনুযায়ী হালকা ময়েশ্চারাইজার পুনরায় লাগাতে পারেন।

বাইরে বেরোনোর পর ঘাম, অতিরিক্ত তেল ও দূষণ পরিষ্কার করা জরুরি। তবে বারবার মুখ ধোয়া উচিত নয়, কারণ অতিরিক্ত ক্লিনজিং স্কিন ব্যারিয়ার আরও দুর্বল করে দিতে পারে।

আর একটি বিষয় কোনও ভাবেই বাদ দেবেন নাসানস্ক্রিন। দিনের বেশির ভাগ সময় ঘরের ভিতরে থাকলেও জানালা দিয়ে আসা বা বাইরে যাওয়ার সময় UV রশ্মির সংস্পর্শ অকাল ত্বকবার্ধক্যের কারণ হতে পারে। তাই নিয়মিত ব্রড-স্পেকট্রাম সানস্ক্রিন ব্যবহার করা জরুরি।

কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন?

নিয়ম মেনে ত্বকের যত্ন নেওয়ার পরেও যদি দীর্ঘদিন ত্বক শুষ্ক, লাল, জ্বালাপোড়াযুক্ত বা ব্রণপ্রবণ থাকে, তা হলে বিষয়টিকে শুধু আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রভাব বলে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

এসি বা গরম-আর্দ্র আবহাওয়াকোনও একটিকে দায়ী না করে ত্বকের ব্যারিয়ারকে সুরক্ষিত রাখাই মূল লক্ষ্য। সঠিক ময়েশ্চারাইজিং, প্রয়োজনমতো ক্লেনজিং এবং নিয়মিত সানস্ক্রিন ব্যবহারের মাধ্যমে ত্বককে এই প্রতিদিনের পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করা যায়।

ঘন ঘন আঙুল মটকালে কি সত্যিই হাড়ের ক্ষতি হয়

আঙুল মটকানো জিনিসটা অনেকেরই প্রায় একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পড়তে পড়তে, মোবাইলে চোখ বুলোতে বুলোতে কিংবা ল্যাপটপে কাজ করার ফাঁকে 'কট' করে আঙুল না ফাটালে ঠিক স্বস্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই কাজটা করলেই চারপাশে থাকা অভিজ্ঞ মানুষেরা ফতোয়া জারি করে বসেন, "ওভাবে আঙুল ফাটানো বন্ধ কর, হাড়ের ক্ষয় হয়ে শেষ হয়ে যাবে!" আবার অনেকে বলেন, এতে নাকি বয়সকালে বাতের রোগ নিশ্চিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, সত্যিটা ঠিক কী? নাকি পুরোটাই বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকা কোনও ভুল ধারণা? ফ্লোরিডার এক হাড়ের চিকিৎসক ডক্টর ডেভিড আব্বাসি বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, যখন আঙুল মটকানো হয়, তখন কিন্তু দুটো হাড়ের মধ্যে কোনও ঘষাঘষি হয় না। তা হলে এই 'কট' শব্দটা আসে কোথা থেকে?

আসলে আঙুলের প্রতিটি জয়েন্টে একধরনের বিশেষ তরল পদার্থ থাকে। সেই তরলের মধ্যে কিছু গ্যাস দ্রবীভূত অবস্থায় মিশে থাকে। যখনই আঙুলে হঠাৎ টান পড়ে বা চাপ সৃষ্টি করা হয়, তখন ওই তরলের ভেতরের বায়ুচাপে দ্রুত হেরফের ঘটে। আর ঠিক তখনই গ্যাসের ছোট ছোট বুদ্বুদ তৈরি হয়ে মুহূর্তের মধ্যে ফেটে যায়। বাইরে থেকে আমরা যে শব্দটা শুনি, তা মূলত ওই বুদ্বুদ ফাটার আওয়াজ, হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার নয়। ডাক্তার আব্বাসি এবং একাধিক আধুনিক গবেষণায় স্পষ্ট দেখা গিয়েছে, আঙুল মটকানোর সঙ্গে বাতের রোগ বা আর্থাইটিসের কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই। ফলে অহেতুক প্যানিক করার একদমই দরকার নেই। তবে একটা কথা খেয়াল রাখা দরকার, কোনও কিছুই অতি মাত্রায় ভালো নয়। অভ্যাস বশে যদি কেউ সারাদিন ধরে অতিরিক্ত জোরে আঙুল মটকাতে থাকেন, তবে জয়েন্টের চারপাশের নরম টিস্যু ও লিগামেন্টের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই টিস্যু দুর্বল হয়ে গিয়ে হাতের গ্রিপ বা ধরে রাখার শক্তি সামান্য কমে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

ঘরে বৃষ্টির জল ঢুকে ফ্লোরের দফারফা ঘরোয়া টোটকায় ঝকঝকে হবে

বর্ষাকালে টানা বৃষ্টি বা জল জমার কারণে ঘরের ভেতর জল ঢুকে যাওয়া নতুন কোনও ঘটনা নয়। তবে জল নেমে যাওয়ার পরই শুরু হয় আসল সমস্যা। ঘোলা জল, কাদা, স্যাঁতসেঁতে ভাব আর বাসি গন্ধের কারণে টাইলস, মার্বেল বা মোজাইকের মেঝে তার আসল উজ্জ্বলতা হারিয়ে একদম কালচে হয়ে পড়ে।

অনেকেই মেঝের এই দফারফা অবস্থা সামলাতে বাজারচলতি ক্ষতিকারক কেমিক্যাল যুক্ত ফ্লোর ক্লিনার ব্যবহার করেন, যা অনেক সময় মেঝের স্থায়ী ক্ষতি করে দেয়। তবে চিন্তার কিছু নেই! রান্নাঘরের মাত্র কয়েকটি সাধারণ উপকরণ দিয়েই খুব সহজে ফিরিয়ে আনা সম্ভব মেঝের সেই আগের আয়নার মতো চকচকে ভাব। জেনে নিন দরকারী কিছু ঘরোয়া টোটকা

১. আগে শুকনো পরিষ্কার, তারপর মোছা মেঝেতে জমে থাকা কাদাজল শুকিয়ে গেলে কখনওই সরাসরি ভেজা ন্যাতা দিয়ে মুছতে যাবেন না। এতে কাদা আরও ছড়িয়ে পড়ে মেঝে ঘোলাটে হয়ে যাবে। আগে ঝাড়ু বা শুকনো সুতি কাপড়ে শুকিয়ে যাওয়া ধুলো-কাদা ভালো করে ঝেড়ে ফেলে দিন।

২. ভিনেগার ও হালকা গরম জলের জাদুকরী মিশ্রণ মেঝের চিটচিটে ভাব ও জেদি দাগ দূর করতে সাদা ভিনেগার দারুণ কাজ করে।

কীভাবে ব্যবহার করবেন: এক বালতি হালকা গরম জলে আধ কাপ সাদা ভিনেগার এবং কয়েক ফোঁটা ডিশওয়াশিং লিক্যুইড মিশিয়ে নিন। এই জল দিয়ে ভালো করে ঘর মুছলে মেঝের ওপর জমে থাকা সমস্ত ময়লার আস্তরণ উঠে যাবে এবং মেঝের হারিয়ে যাওয়া চমক ফিরে আসবে।

৩. কাদার শক্ত দাগে বেকিং সোডা বৃষ্টির জলের সঙ্গে আসা নোংরা যদি জমে গিয়ে মেঝেতে জেদি ছোপ তৈরি করে, তবে বেকিং সোডা ব্যবহার করুন।

কীভাবে ব্যবহার করবেন: সামান্য জল ও বেকিং সোডা মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন। দাগের ওপর পেস্টটি লাগিয়ে ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন। এরপর নরম ব্রাশ বা স্ক্রাবার দিয়ে হালকা ঘষে মুছে ফেলুন। দাগ উধাও হয়ে যাবে।

৪. জীবাণু ও দুর্গন্ধ তাড়াতে পাতিলেবু ও নুন বৃষ্টির জলের সঙ্গে ঘরে নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণু ঢোকে, পাশাপাশি স্যাঁতসেঁতে দুর্গন্ধ তৈরি হয়। কীভাবে ব্যবহার করবেন: ঘর মোছার জলে দুটি পাতিলেবুর রস এবং দুই চামচ নুন মিশিয়ে দিন। লেবুর প্রাকৃতিক অ্যাসিড মেঝেকে ঝকঝকে করে তোলে এবং নুন প্রাকৃতিক অ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে জীবাণু ধ্বংস করে দুর্গন্ধ দূর করে।

৫. পোকামাকড় দূর করতে এসেনশিয়াল অয়েল ঘর মোছার শেষ ধাপে জলে ৩-৪ ফোঁটা লেমনগ্রাস, নিম বা টি-ট্রি এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে দিতে পারেন। এটি বর্ষাকালে মাছি ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কমাবে এবং ঘরে এক ধরণের সতেজ সুবাস বজায় রাখবে।

আপনার ঘরে যদি মার্বেলের ফ্লোর হয়, তবে ভিনেগার বা লেবুর রস ঘন ঘন ব্যবহার করবেন না। অ্যাসিডিক উপাদানে মার্বেলের পালিশ নষ্ট হতে পারে। মার্বেলের ক্ষেত্রে হালকা গরম জলে তরল সাবান ও বেকিং সোডা ব্যবহার করাই ভালো। ঘর মোছার পরপরই ফ্যান চালিয়ে দিন এবং জানলা খোলা রাখুন। মেঝে বেশিক্ষণ স্যাঁতসেঁতে থাকলে আবার ফাঙ্গাস বা ছত্রাক ধরে যেতে পারে।

বাড়তি কোনো খরচ ছাড়াই রান্নাঘরের এই সহজ টোটকাগুলো মেনে চললে বর্ষার জল ঢুকলেও আপনার ঘরের মেঝে থাকবে একদম ঝকঝকে ও জীবাণুমুক্ত।

19-08-26.pmd 2 19-08-2026, 00:51

দুই কোটিরও বেশি স্কুল পড়ুয়াদের আধারে বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট,দেশজুড়ে বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট বা ম্যান্ডেটরি বায়োমেট্রিক আপডেট (এম.বি.ইউ) সম্পন্ন করার লক্ষ্যে চলা বিশেষ অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)। দেশজুড়ে স্কুল পড়ুয়াদের আধারে ২ কোটিরও বেশি বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট সম্পন্ন হয়েছে।এই উদ্যোগকে কার্যকর করতে ইউআইডিএআই-এর প্রযুক্তিগত সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে ইউনিফায়েড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন প্লাস (ইউডিআইএসই)-এর সঙ্গে। এর ফলে বিভিন্ন স্কুলে পড়ুয়াদের এমবিইউ সম্পন্ন করার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হওয়া এই বিশেষ অভিযান ইতিমধ্যেই দেশের ১ লক্ষ ৫৬ হাজারেরও বেশি স্কুলকে আওতায় এনেছে। ইউআইডিএআই এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিক্ষা দফতরের সমন্বয়ে স্কুলগুলিতে বিশেষ শিবির আয়োজন এবং সমন্বিত প্রচারের মাধ্যমে পড়ুয়াদের আধারে বায়োমেট্রিক আপডেট সম্পন্ন করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে কোটি কোটি পড়ুয়ার কাছে তাদের নিজস্ব স্কুলেই এমবিইউ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি আরও সহজ ও সুবিধাজনক হয়েছে।পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের আধার নথিভুক্তির সময় তাদের তথ্য এবং ছবি নেওয়া হয়। তবে ওই বয়সে শিশুদের আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণির বায়োমেট্রিক তথ্য নেওয়া হয় না, কারণ সেই সময় পর্যন্ত এই বায়োমেট্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোপুরি বিকশিত হয় না। তাই শিশুর আধারে পরবর্তীকালে বায়োমেট্রিক তথ্য সংযুক্ত করা নিশ্চিত করতে এমবিইউ গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। শিশুর ৫ বছর বয়সে এবং পুনরায় ১৫ বছর বয়সে বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট করা প্রয়োজন। নির্ধারিত সময়ে এই আপডেট সম্পন্ন করলে স্কুলজীবন থেকে উচ্চশিক্ষার পর্যায় পর্যন্ত আধার-ভিত্তিক পরিচয় যাচাই বা অথেন্টিকেশন-এর ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি আরও সহজ হয়। একইসঙ্গে, আধার-ভিত্তিক অথেন্টিকেশন প্রয়োজন হয় এধরনের বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রেও এটি সহায়ক হয় সময়মতো এমবিইউ সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করা এবং পরিষেবাটিকে আরও সহজলভ্য করে তুলতে ইউআইডিএআই ৭ থেকে ১৫ বছর বয়সি শিশুদের এমবিইউ-এর জন্য ধার্য ফি ১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে এক বছরের জন্য মকুব করেছে। পাশাপাশি, ৫ থেকে ৭ বছর এবং ১৫ থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশুদের এমবিইউ পরিষেবাও বিনামূল্যে রয়েছে। ফলে কার্যত ৫ থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এমবিইউ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। আধারে সময়মতো এমবিইউ সম্পন্ন না করা হলে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অথেন্টিকেশনের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। এছাড়া নিট (NEET), জেইই (JEE), সিইউইটি (CUET)-এর মতো প্রতিযোগিতামূলক ও বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের পরীক্ষায় নাম নথিভুক্তির ক্ষেত্রেও অসুবিধা হতে পারে।এই কারণে ইউআইডিএআই অভিভাবকদের আধারে তাঁদের সন্তানদের বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট বা এমবিইউ সময়মতো সম্পন্ন করার জন্য আবেদন জানিয়েছে।

দুর্গাপুজোর আগে বনকর্মীদের বেতন বাড়ানোর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (আইএএনএস): দুর্গাপুজোর আগে রাজ্যের বন দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকদের জন্য বিশেষ উপহারের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার তিনি জানান, অক্টোবর থেকে রেঞ্জার, বিট অফিসার, বনরক্ষী এবং ফরেস্ট অ্যাসিস্ট্যান্টদের বেতন ও ভাতা বাড়ানো হবে।

মঙ্গলবার কলকাতার কেন্দ্রে মহারকুঞ্জে 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচির কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিবেশ ও সবুজায়ন রক্ষার বার্তা দেওয়ার পরই তিনি বন দপ্তরের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করেন।

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আপনারা অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন। আপনাদের জন্য একটি ভালো খবর দিচ্ছি। অক্টোবর মাসে পুজো। ওই মাস থেকেই ৫০০ জন রেঞ্জারের বেতন ৫ হাজার টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। বিট অফিসারদের বেতনও ৫ হাজার টাকা এবং বনরক্ষীদের বেতনও ৫ হাজার টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি, ফরেস্ট অ্যাসিস্ট্যান্টরা এতদিন ১২ হাজার টাকা বেতন পেতেন। তাঁদের বেতনও ২ হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে।"

এদিন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে চলতি বছরে ১০ কোটি গাছ লাগানোর পরিকল্পনার কথাও জানান। তিনি বলেন, আগামী ২ অক্টোবর উত্তরবঙ্গের বক্সা জঙ্গলে একটি বাঘ ছাড়া হবে। পাশাপাশি কলকাতার আলিপুরে নতুন অ্যাকোয়ারিয়াম তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে এবং ভবানীপুরে এক লক্ষ গাছ লাগানো হবে।

তিনি বলেন, "উত্তরপ্রদেশ যদি ২৬ কোটি গাছ লাগাতে পারে, তাহলে আমরাও এ বছর ১০ কোটি গাছ লাগাব। প্রধানমন্ত্রী দপ্তরকে আমি এই কথা জানিয়েছি। আমরা দুই বছর ধরে ওই গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করব। দ্রুত গতিতে গাছ লাগানোর কাজ চলছে।"

পরিবেশ সংরক্ষণ ও মাতৃসম্মানের বার্তা দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশবাসীকে মায়ের নামে অন্তত একটি গাছ লাগানো এবং তার যত্ন নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরে পৃথক দুই পথ দুর্ঘটনায় কিশোর নিহত, আহত ১৭

জম্মু, ১৮ আগস্ট (আইএএনএস): জম্মু-কাশ্মীরে মঙ্গলবার পৃথক দুটি পথ দুর্ঘটনায় এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। দুই দুর্ঘটনায় মোট ১৭ জন আহত হয়েছেন বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে রাজৌরি জেলায়। আধিকারিকদের মতে, রাজৌরি শহরের কাছে জম্মু-পুঞ্চ জাতীয় সড়কে তান্দওয়াল এলাকায় একাধিক গাড়ির সংঘর্ষে এক কিশোরের মৃত্যু এবং ১২ জন আহত হন।

প্রাথমিকভাবে একটি দুই চাকার গাড়ির সঙ্গে ট্যাক্সি এবং অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এরপর অটোরিকশাটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচটি গাড়িতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় দুই চাকার গাড়িতে থাকা তিন কিশোর-সহ মোট ১৩ জন আহত হন।

আহতদের রাজৌরির সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ বছরের মনীশ কুমার নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দুর্ঘটনায় জড়িত সমস্ত গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, কুলগাম জেলার কাজিগুন্ড এলাকায় পৃথক একটি পথ দুর্ঘটনায় পাঁচজন সিআরপিএফ কর্মী আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের লেভদুরা এলাকার কাছে একটি সিআরপিএফ গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে রয়েছেন ইন্সপেক্টর রাজ কুমার তিওয়ারি, সাব-ইন্সপেক্টর রাজিন্দর সিং, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর লোভেনদে, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর উমেশ কুমার এবং হেড কনস্টেবল-চালক বীরেন্দ্র। তাঁদের সকলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং চিকিৎসকরা তাঁদের শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখছেন।

জম্মু বিভাগের রাজৌরি, পুঞ্চ, রিয়াসি, ডোডা, কিশতওয়ার, রামবান এবং উধমপুরের পাহাড়ি রাস্তাগুলিতে দুর্ঘটনার প্রবণতা বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, খারাপ রাস্তার অবস্থা, অতিরিক্ত গতি, অতিরিক্ত যাত্রী বা পণ্য বহন এবং রাস্তায় বেপরোয়া আচরণ দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

দুর্ঘটনাপ্রবণ জেলাগুলিতে পথ দুর্ঘটনা কমাতে ট্রাফিক দপ্তর বিশেষ তল্লাশি দল মোতায়েন করেছে। বেপরোয়া ও অবহেলাজনিত গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে জম্মু-কাশ্মীরে ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বাতিল করার মতো শাস্তির বিধান রয়েছে।

পরে প্রত্যাহার

● প্রথম পাতার পর

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে দাবি তাঁদের।

অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনায় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আগামী ২১ আগস্ট তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সাত দফা দাবিগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সমাধানের আশ্বাস দেন। মন্ত্রীর আশ্বাসের পরই জাতীয় সড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা।

তবে আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী ২১ আগস্টের বৈঠকে তাঁদের দাবিগুলির সন্তোষজনক সমাধান না হলে ফের বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা।

এদিন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, পথ অবরোধ করে কোনও সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। আলোচনার টেবিলে বসেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। আত্মসমর্পণকারী এলএলএফটি সদস্যদের দাবি ও সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি, আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সরকারিভাবে কী কী সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, তা তাঁদের বিস্তারিতভাবে জানানো হবে বলে আশ্বাস দেন মন্ত্রী।মন্ত্রী আরও বলেন, গত ৩৫ বছরে জনজাতি জনগোষ্ঠীর স্বার্থে উন্নয়নের ক্ষেত্রে তৎকালীন সরকারগুলি প্রত্যাশিত ভূমিকা নেয়নি। বর্তমান সরকার জনজাতি সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। জনজাতি জনগণের সমস্যা সমাধান ও তাঁদের উন্নয়নের প্রশ্নে সরকার কোনওভাবেই পিছিয়ে থাকবে না বলেও তিনি আশ্বাস দেন। এখন নজর ২১ আগস্টের বৈঠকের দিকে। ওই বৈঠকে সাত দফা দাবির কতটা সমাধান হয়, নাকি ফের আন্দোলনের পথে হাঁটেন আত্মসমর্পণকারী এলএলএফটি সদস্যরা, সেদিকেই তাকিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল।

গিরিবাসীরা

● প্রথম পাতার পর

বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে একাধিকবার জনপ্রতিনিধিদের জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সমাধান হয়নি। ফলে দিনের পর দিন চরম কষ্টের মধ্যেই জীবনযাপন করতে হচ্ছে গিরিবাসীদের।

এই পরিস্থিতিতে এলাকার বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা এবং এমডিসি জিতেন দেববর্মাকে আথুক তুথাং এলাকা পরিদর্শন করে পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয়রা। দ্রুত এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি স্থায়ীভাবে এই সমস্যার সমাধানে সরকারের হস্তক্ষেপেরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।পানীয় জলের চরম সংকট নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নিজেদের দুর্ভোগের কথা তুলে ধরেন ভুক্তভোগী বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে আর কতদিন জীবন কাটাতে হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর এখন প্রশাসনের কাছেই।

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আগামী তাং ২২/০৮/২৬ ইং সকাল বেলা ১১ ঘটিকায় দামছড়া থানায় একটি গাড়ি যাহার নাম্বার AS02-E-2929 (Scorpio). Engine no HA94G23146 & Chassis no. MAITA2HAN92H10064. BS-III (2009) নিলাম ডাকা হইবে মহামান্য আদালতের আদেশ অনুসারে। এতএব ইচ্ছুক জন সাধারন কে উক্ত নিলামে উপস্থিত থাকিয়া অংশ গ্রহন করার জন্য আহ্বান করা যাইতেছে। যোগাযোগের নম্বর:- ৮৯৭৪২৮৬৩১১/৯৬০৯৩৫৬৩৫০.

ICA/C-1660/26

Yours sincerely
Superintendent of Police
North Tripura, Dharmanagar

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/EE/PWD(R&B)/AMB/2026-27 Dt. 17.08.2026

The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class and Category registered with any wings of state(s) PWD/MES/CPWD/ Railway for the following work through e-procurement portal: -

Sl No.	Name of the Work	Estimated cost (In Rs)	Earnest Money (In Rs)	Time for Completion
1	DNIT No.08/EE/PWD(R&B)/AMB/2026-27	10,28,394.00	20,568.00	90(Ninety) Days

Date of publishing of bid: Date 18/08/2026
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 24/08/2026
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 24/08/2026
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; Appropriate Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

ICA/C-1645/26

(Er. Bhrigu Debbarma)
Executive Engineer
Ambassa Division, PWD (R & B)
Ambassa, Dhalai Tripura

SHORT NOTICE INVITING QOUTATION

Sealed Quotation is hereby invited for procurement of Reagent Laboratory Items for State Ayurvedic Hospital, Agartala, West Tripura. The details of terms & Condition are available at the office of the State Ayurvedic Hospital, Agartala on all working days up to 04:00 PM of 20-08-2026. The last date for submission of Quotation is 21-08-2026 at 03:00 PM and date of opening of Quotation is 21-08-2026 at 04:00 PM, if possible.

ICA/C-1649/26

Head of Office & DDO
State Ayurvedic Hospital, Agartala
Government of Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/36/2026-27 dated: 17/08/2026

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category for internal electrification works registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	EE-IED/AGT/76/2026-27	2,90,158.00	5,803.00	60(Sixty) Days
2	EE-IED/AGT/77/2026-27	6,27,699.00	12,554.00	60(Sixty) Days
3	EE-IED/AGT/78/2026-27	1,78,169.00	3,563.00	60(Sixty) Days
4	EE-IED/AGT/79/2026-27	5,58,414.00	11,168.00	60(Sixty) Days
5	EE-IED/AGT/80/2026-27	4,25,952.00	8,519.00	365(Three six five) Days

Last date and time for document downloading and bidding is on24/08/2026 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 24/08/2026, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings),
Agartala, West Tripura
Contact: 9436925870

ICA/C-1656/26

CORRIGENDUM

Due to unavoidable circumstances please read Last Date and Time for Document downloading and bidding & Time and Date of opening bid in the PNIET Short form copy amended as below:

SL NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Existing as: LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	Existing as: TIME AND DATE OF OPENING BID	Amended as: LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	Amended as: TIME AND DATE OF OPENING BID
1	DNIeT No: 51/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75632_1	Rs.68,89,226.07	Rs.1,37,785.00	120 Days	Up to 12:00 A.M. on 18-08-2026.	Up to 12:30 A.M. on 18-08-2026.	Up to 12:00 A.M. on 20-08-2026.	Up to 12:30 A.M. on 20-08-2026.
2	DNIeT No: 52/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75633_1	Rs.50,86,662.50	Rs.1,01,733.00	120 Days				
3	DNIeT No: 53/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75634_1	Rs.83,30,340.73	Rs.1,66,607.00	120 Days				
4	DNIeT No: 54/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75635_1	Rs.46,64,171.94	Rs.93,283.00	120 Days				
5	DNIeT No: 55/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75636_1	Rs.1,39,76,241.80	Rs.2,79,525.00	180 Days				
6	DNIeT No: 56/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75637_1	Rs. 1,44,69,904.95	Rs.2,89,398.00	180 Days				
7	DNIeT No: 57/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75638_1	Rs.1,25,26,916.54	Rs.2,50,538.00	180 Days				
8	DNIeT No: 60/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75639_1	Rs.1,18,90,436.21	Rs.2,37,809.00	180 Days				
9	DNIeT No: 61/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75640_1	Rs.1,18,91,637.19	Rs.2,37,833.00	180 Days				
10	DNIeT No: 63/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75641_1	Rs.75,00,312.44	Rs.1,50,006.00	120 Days				
11	DNIeT No: 64/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75642_1	Rs.91,99,029.93	Rs.1,83,981.00	120 Days				
12	DNIeT No: 11/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/26-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75643_1	Rs.23,24,129.84	Rs.46,483.00	90 Days				
13	DNIeT No: 12/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/26-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75705_1	Rs.24,20,304.08	Rs.48,406.00	90 Days				

All other terms & conditions of the tender will remain unchanged.
This is for information to all concern.

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-1661/26

Executive Engineer
Sabroom Division, PWD (R&B)
Sabroom, South Tripura

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

আই.টি.আই. উদয়পুরের ২০২৬ সালে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া সমাপ্তির পর এখনও কিছু আসন শূন্য রয়েছে। উক্ত শূণ্য আসনগুলিতে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট নমুনা অনুযায়ী দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থী নির্বাচন হবে মেধাভিত্তিক।
শূন্য আসনের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ :

ক্রমিক সংখ্যা	Trade-এর নাম এবং প্রশিক্ষণের সময়কাল	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	শূন্য আসন সংখ্যা: UR	SC	ST	Total
1	Computer Operator & Programming Assistant (COPA)- (1 year)	মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	04	0	02	06
2	Desktop Publishing Operator (DTPO)- (1 year)	মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	03	03	0	06
3	Bamboo Works – (1 year)	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ	21 (Ex-serviceman:1)	06	13	40
4	Interior Design & Decoration (IDD)- (1 year)	গণিত ও বিজ্ঞান বিষয় সহকারে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	06	03	03	12
5	Welder - (1 year)	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ	0	0	05	05
6	Wireman - (2 year)	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ	01	0	05	06

1. আবেদনপত্রের নমুনা আই.টি.আই. উদয়পুরের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া থাকবে।
2. আবেদনপত্রের নমুনা অনুযায়ী সমস্ত সার্টিফিকেট, যথা - TBSE অনুমোদিত বোর্ডের/ স্কুলের Mark sheet and Pass Certificate– Birth Certificate / Madhyamik Admit (Age proof), Permanent Resident Certificate, Caste Certificate, Aadhaar card, Ration Card, Bank passbook, Certificate of Ex-Serviceman - ইত্যাদির ফটোকপি আই.টি.আই -এ জমা করতে হবে।
3. আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১/০৮/২০১৬ ইং দুপুর ১২ টা পর্যন্ত।
4. মেধা তালিকা প্রকাশের তারিখ ২১/০৮/২০২৬ ইং দুপুর ১:০০ টায়।
5. ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২১/০৮/২০১৬ ইং তারিখ দুপুর ২ ঘটিকা থেকে।
6. মেধা তালিকার ক্রম অনুসারে এবং ত্রিপুরা সরকারের আসন সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী আসন বন্টন করা হবে।
7. ভর্তি চলাকালীন সময়ে প্রার্থীদের নির্দিষ্ট স্থানে থাকতে হবে। ভর্তির জন্য মেধা তালিকা অনুসারে নাম ডাকার পর যদি কোন প্রার্থী বোর্ডের সামনে এসে হাজির না হয়, সেই ক্ষেত্রে তাকে অনুপস্থিত হিসাবে গণ্য করা হবে এবং মেধা তালিকার ক্রম অনুসারে পরবর্তীজনকে সুযোগ দেওয়া হবে।
8. আসন প্রাপ্ত প্রার্থীদের সেদিনই Caution Money এক হাজার (Rs.1000) টাকা, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি ও সমস্ত সার্টিফিকেটের অরিজিনাল এবং self attested ফটোকপি সহকারে নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে ভর্তি হতে হবে। অন্যথায় সেই আসনটি পরবর্তী আবেদনকারীকে দেওয়া হবে।
9. ড্রপআউট প্রার্থীদের Caution Money ফেরত দেওয়া হবে না। ভর্তির পর সকল প্রশিক্ষণার্থীদের অবশ্যই আইটিআই-এর নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে।

ICA/D-838/26

স্বা: দেবাশিস দাস
অধ্যক্ষ, আই.টি.আই. উদয়পুর গোমতী জেলা, ত্রিপুরা

কবিতালোক'র উদ্যোগে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন কবিতালোক-এর উদ্যোগে প্রয়াত কবি স্বপন সেনগুপ্ত-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রথম বর্ষ আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। কবি স্বপন সেনগুপ্ত ছিলেন কবিতালোকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।আগামী ৩০শে আগস্ট, ২০২৬, রবিবার, মোট পাঁচটি বিভাগে এই আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রথমবার ত্রিপুরার কবিদের রচিত কবিতা নিয়ে এমন আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।পাঁচটি বিভাগের প্রতিযোগিতা শেষে আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬, রবিবার, মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলতে কবিতালোকের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

প্রশংসায় ট্রাম্প

● প্রথম পাতার পর

মানুষ এবং দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আমেরিকায় নির্বাচন নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা 'বড় বিষয়'।

তাঁর দাবি, ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা গোটা বিশ্বকে বার্তা দিচ্ছে এবং আমেরিকার পক্ষ থেকে তার প্রশংসা দেশের জন্য গর্বের বিষয়। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ বাড়ছে এবং নির্বাচন কমিশন দেশের নাগরিক ননএমন ব্যক্তিদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দিকে কাজ করেছে।

তবে বিজেপির এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছে সমাজবাদী পার্টি। দলের মুখপাত্র আশুতোষ বর্মা দাবি করেন, ট্রাম্প সরাসরি ওই কথা বলেননি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারই মার্কিন প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে বৈধ পরিচয়পত্র ছাড়া আমেরিকায় কীভাবে এত বড় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বর্মা বলেন, গণতন্ত্রে একতরফা যোগাযোগ হওয়া উচিত নয়। তাঁর দাবি, আমেরিকায় গণতন্ত্র এখনও সক্রিয় এবং নির্বাচনে পরাজয়ের পরও রাজনৈতিক নেতারা আবার নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। তিনি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের বিষয়টিও উল্লেখ করেন।

এসপি সাংসদ অবধেশ প্রসাদ ট্রাম্পের নীতিরও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ট্রাম্পের রাজনৈতিক আদর্শ ভারতের জন্য বিপজ্জনক এবং তাঁর নীতির প্রভাব ভারতের অর্থনীতি ও কৃষকদের স্বার্থের ওপর পড়েছে। তাঁর মতে, ট্রাম্প ধারাবাহিক বা পূর্বানুমানযোগ্য নেতা নন এবং তিনি পরবর্তী সময়ে কী অবস্থান নেবেন, তা বলা কঠিন। তাই ভারতের স্বার্থে তাঁর থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই ভালো।এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও কঠোর নাগরিকত্বের শর্ত চালুর দাবিতে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। 'সেভ আমেরিকান ভোটার এলিজিবিলিটি আমেরিকা অ্যাক্ট' পাশের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে তিনি ভারতের উদাহরণ ব্যবহার করেন।নিজের 'ট্রুথ সোশ্যাল' প্ল্যাটফর্মে ট্রাম্প দাবি করেন, চলতি মাসের শুরুতে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার মার্কিন প্রশাসনের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, বৈধ ফটো পরিচয়পত্র ছাড়া আমেরিকায় কীভাবে নির্বাচন হয়।ট্রাম্পের সমর্থিত সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট-এ ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্তির সময় নাগরিকত্বের প্রমাণ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা, দেশজুড়ে ভোটার পরিচয়পত্রের প্রয়োজনীয়তা চালু করা এবং ডাকযোগে ভোটদানের সুযোগ কঠোরভাবে সীমিত করার মতো প্রস্তাব রয়েছে।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ছাত্র আন্দোলনকারীদের 'দেশদ্রোহী' হিসেবে চিহ্নিত করারও সমালোচনা করেছে দলটি।পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ায় ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়া এক ছাত্রকর্মীর বাড়িতে হামলা এবং তাঁর বাবাকে হত্যার ঘটনাও বিবৃতিতে তুলে ধরেছে প্রদেশ কংগ্রেস। দলের দাবি, এই ধরনের ঘটনা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। একইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় আন্তর্জাতিক মানের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়েছে।প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম বড় শিক্ষা হলোদুর্নীতিগ্রস্ত, অযোগ্য ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্ত্রী, বিধায়ক এবং জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিকভাবে সোচ্চার হওয়া। দলটি জানিয়েছে, এই উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে তারা সর্বাত্মকভাবে কাজ করবে এবং রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

হাইকোর্টের

● প্রথম পাতার পর

নির্দেশ দিয়েছে বলে জানান মামলাকারীর আইনজীবী শংকর লোধ। পাশাপাশি, মামলাটির তদন্ত ক্রাইম ব্রাঞ্চের একজন সিনিয়র আধিকারিকের মাধ্যমে করারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

অভিযোগের সত্যতা, সোনা উদ্ধারের বিষয় এবং ঘটনায় কারও ভূমিকা রয়েছে কি না, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। আদালতের নির্দেশের পর এবার গোটা ঘটনায় পুলিশের তদন্ত কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই নজর রয়েছে।

নির্ধারণ

● প্রথম পাতার পর

সকলেই জানতে পারবেন।

উল্লেখ্য, আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে একাধিক নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং তিপ্রা মথার সঙ্গে জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও মজবুত করে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামার লক্ষ্যেই এদিনের বৈঠক বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

জোর মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় তথ্যের তালিকা প্রদর্শনের পাশাপাশি কিউআর কোড ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এই ব্যবস্থা চালু হলে রোগী বা তার পরিজন মোবাইলে স্ক্যান করে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে কার্ডের মাধ্যমে কোন কোন চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাবে তা সহজেই জানতে পারবেন। বৈঠকে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক জানান, বর্তমানে এবি-পিএমজেএওয়াই-এর আওতায় রাজ্যে ১৬,৬৬,৮৭০টি আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়া হয়েছে এবং ৭,০০,৯২২টি পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে। একইভাবে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এর আওতায় ৬,৩৬,৫২৭টি কার্ড দেওয়া হয়েছে এবং ২,৮৬,৮২০টি পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে।দিশা কমিটির বৈঠকে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার সময় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, যেসব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা ভালো নয়, সেগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি যেসব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এখনও নিজস্ব জমিতে নেই, সেগুলিকে ধাপে ধাপে নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। রাজ্যে ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে মানদণ্ড হিসেবে সামনে রেখে ধাপে ধাপে সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরামর্শ দেন তিনি। বাল্যবিবাহ রোধের বিষয়েও বৈঠকে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি প্রতিরোধে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সমাজের সকল স্তরের মধ্যে সচেতনতা আরও বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দেন।

টিআরএলএম-এর মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে আরও বেশি করে উৎসাহিত করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বচ্ছ ভারত মিশনের সাফল্য শুধু গ্রাম বা সাধারণ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও অফিসগুলিতেও এর ভাবনা আরও কার্যকরভাবে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি অফিসগুলিতে পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে সকলকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।বৈঠকে সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মা, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন, বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, বিধায়ক অন্তরা দেব সরকার, বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন। বৈঠকের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি প্রকল্পের সুফল দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, মাঠপর্যায়ের সমস্যার সমাধান, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ধৃত দুই

● প্রথম পাতার পর

দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে আজ তাদের ট্রানজিট রিমান্ডে আগরতলায় নিয়ে আসা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ধৃত দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফেনসিডিল পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে তদন্তকারী সংস্থা। পাশাপাশি আগরতলা রেলস্টেশন থেকে উদ্ধার হওয়া মাদকের উৎস এবং পাচারের সঙ্গে ধৃতদের সরাসরি যোগসূত্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ভাঙচুর

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে বলে জানা গেছে।

রাতের আঁধারে সরকারি বিদ্যুৎ দপ্তরের কার্যালয়ে এ ধরনের ভাঙচুরের ঘটনায় কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

খোয়াই সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়ে জেলা ভিত্তিক বিজ্ঞান সেমিনার

খোয়াই, ১৮ আগস্ট:খোয়াই সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো খোয়াই জেলা ভিত্তিক বিজ্ঞান সেমিনার। মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান দেবাশীষ নাথ শর্মা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রতন দেববর্মা, খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যাপক খোকন মজুমদার, খোয়াই পৌর পরিষদের এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান মৃত্যুঞ্জয় নাথ শর্মা-সহ অন্যান্য অতিথিরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সেমিনারের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এরপর উপস্থিত অতিথিরা বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বর্তমান গুরুত্ব এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানচর্চায় আরও উৎসাহিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

সেমিনারকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা বিকাশে এই ধরনের কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন উপস্থিত অতিথিরা।

নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট: নেশার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে এবং যুবসমাজকে মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে রাখতে 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান'-এর আওতায় আজ ত্রিপুরায় বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান'-উপলক্ষ্যে শপথ গ্রহণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা এই শপথ গ্রহণের মাধ্যমে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার পাশাপাশি পরিবার, সমাজ ও বিশেষ করে নবীণ প্রজন্মকে নেশামুক্ত রাখার জন্য সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

একই দিনে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, আগরতলাতেও শপথ গ্রহণ এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও নেশার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় মাদকাসক্তির কারণে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব, শিক্ষাজীবন ও ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে নেতিবাচক প্রভাব এবং পরিবার ও সমাজের ওপর এর ক্ষতিকর পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করা হয়। বিশেষ করে নবীণ প্রজন্মকে নেশার প্রলোভন থেকে দূরে রেখে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনে উৎসাহিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের জানানো হয়, মাদকাসক্তি শুধু একজন ব্যক্তির সমস্যা নয়, এর প্রভাব পরিবার ও বৃহত্তর সমাজের ওপরও পড়ে। তাই নেশার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান'-এর মূল উদ্দেশ্য হল মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে যুবসমাজকে নেশামুক্ত জীবনের দিকে উৎসাহিত করা এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের যথাযথ সহায়তা ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নতুন চিন্তাধারা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে: বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট: মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে আজ প্রজ্ঞাভবনের এক নং প্রেক্ষাগৃহে জাতীয় মহাকাশ দিবস ২০২৬ উদযাপন করা হয়। ত্রিপুরা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন্স সেন্টার (টিএসএসি) এবং নর্থ ইস্টার্ন স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টারের (এনইএসএসি) যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা।

তিনি বলেন, ২০২৩ সালের ২৩ আগস্ট চন্দ্র অভিযানের মাধ্যমে চন্দ্রযান ৩ সফলভাবে চাঁদে অবতরণ করে। ভারতের এই সাফল্য সারা বিশ্বে নজির সৃষ্টি করেছে। তাই সেই দিনটিকে মহাকাশ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। চন্দ্রযান ৩-এর বিক্রম লেন্ডারের সফল অবতরণ ভারতের মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশমন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নতুন চিন্তা, কৌতূহল এবং ভাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির মূল ভিত্তি। ভারতের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে উইং কমান্ডার রাকেশ শর্মার অবদানের কথাও তিনি তার আলোচনায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কৃত্রিম উপগ্রহ আমাদের দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে। আবহাওয়া, কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই উপগ্রহের মাধ্যমে আমরা উপকৃত হই। ২০২৬ সালে ইসরো ১৩৫টি কৃত্রিম উপগ্রহ লঞ্চ করেছে। তিনি তার আলোচনায় মহাকাশ গবেষণায় ইসরোর ধারাবাহিক সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মানুষ এবং মেশিনকে এক সাথে কাজ করতে হবে। আমাদের রাজ্য ছোট হলেও স্বপ্ন আমাদের বড় হতে হবে এবং বিকশিত ভারত ২০৪৭ এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে নতুন প্রজন্মকে নতুন চিন্তাধারা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি এসএএসডি, এনইএসএসি-এর প্রধান ড. শ্যাম এস. কুন্ডু ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের নিজেদের স্টার্টআপ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে। গতবছর উত্তর পূর্বাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন সুযোগ ও সম্ভাবনার সাথে পরিচয় করিয়ে এনই-এসপিএআরকেএস-এর আওতায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিশেষ উদ্যোগে ত্রিপুরার ১০০ জন শিক্ষার্থী সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৮০০ জন শিক্ষার্থী বেঙ্গালুরুস্থিত ইসরোর সেন্টার পরিদর্শন করে।

শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তাধারা প্রসারের জন্য যুবা বিজ্ঞানী কার্যক্রম নামক একটি অনুষ্ঠান ইসরোর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। যার ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যে সমৃদ্ধ হয়। তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় কিভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব তা নিয়েও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের প্রধান সচিব চৈতন্য মূর্তি বলেন, জাতীয় মহাকাশ দিবসের মূল লক্ষ্য হলো মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করা। তিনি তার আলোচনায় ভারতের সকল বিজ্ঞানীদের প্রতি তার শ্রদ্ধা জানান এবং চন্দ্রযান ৩ সম্পর্কে আলোচনা করেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে রাজ্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অধিকর্তা মহেন্দ্র সিং স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে জিও স্পেক্ট্রাম নামক একটি স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। এই অনুষ্ঠানে শহরের প্রায় ১৫টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সহ শিক্ষক শিক্ষিকারা অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ১৩টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এই ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উমাকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থীরা এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে পিএম-শ্রী সেকেরকোট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। এছাড়াও জুনিয়র ম্যাথমেটিক্স অলিম্পিয়াড এওয়ার্ড ২০২৫ এর প্রথম ১০ জনের হাতে পুরস্কার এবং অর্থরাশি তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা।

সাংবাদিকদের মৈত্রীর বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার আহ্বান ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের

আগরতলা, ১৮ আগস্ট:ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস যথাযথ মর্যাদায় স্মরণ করল ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে ত্রিপুরা ও বরাক অঞ্চলের সাংবাদিকদের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে গত ১৫ আগস্ট উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং বরাক অঞ্চলের শিলচর প্রেস রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন ১-০ গোলে জয়লাভ করে।

এরপর ১৬ আগস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলার এগিয়ে চলো সংঘে শিশুদের নিয়ে তিনটি বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে এগিয়ে চলো সংঘের মিলনায়তনে বিজয়ী প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রায় ২০০ জন শিশুর হাতেও অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়।

এদিন শিলচর প্রেস রিক্রিয়েশন ক্লাবের খেলোয়াড়দেরও স্মারক উপহার ও উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জানানো হয়। পাশাপাশি প্রীতি ফুটবল ম্যাচে রানার্স-আপ হওয়ার জন্য শিলচর প্রেস রিক্রিয়েশন ক্লাবের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি তথা বরিষ্ঠ সাংবাদিক বিজয় পাল। বক্তব্যে তিনি বলেন, আগামী দিনেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের সাংবাদিকদের সঙ্গে ত্রিপুরার সাংবাদিকদের মৈত্রীর সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে অ্যাসোসিয়েশন।

শিলচর প্রেস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি মকসুদুল চৌধুরী ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি সাংবাদিকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে এই ধরনের কর্মসূচির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক সুনীল দেবনাথ এবং পশ্চিম জেলা কমিটির সভাপতি শ্যামল চৌধুরী-সহ অন্যান্যরা।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিলচরের সাংবাদিকরা গত ১৪ আগস্ট আগরতলায় আসেন। ক্রীড়া ও অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পাশাপাশি তাঁদের ত্রিপুরার বিভিন্ন পর্যটন স্থানও পরিদর্শন করানো হয় অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। সাংবাদিকদের মধ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ আরও জোরদার করাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

কলেজ পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতায় রাজ্যব্যাপী বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট: কলেজ পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি সহনশীল ও ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজ থেকে ত্রিপুরায় শুরু হল বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি "নুরটুরিং ইনস্টিটিউশনাল রেসিলিয়েন্স, অবরেনেস এন্ড মেন্টাল ভাল-বিয়িং"। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি"র উদ্যোগে এবং ইনস্টিটিউট অফ ক্যারিয়ার অ্যাডভান্স, আগরতলা-এর সহযোগিতায় এই কর্মসূচি রাজ্যের মোট ৩৮টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ ও পলিটেকনিক কলেজে পর্যায়ক্রমে আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও মানসিক স্বাস্থ্য, মানসিক চাপ, উদ্বেগ, আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে সঠিক সময়ে সহায়তা গ্রহণের বিষয়ে সচেতন করা হবে।

এই রাজ্যব্যাপী উদ্যোগের প্রথম কর্মসূচিটি আজ উদয়পুরের নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উদয়পুর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. উদয়ন মজুমদার, ন্যাশনাল মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রামের এসপিও ড. জয়দীপ দেববর্মা, ত্রিপুরা সুন্দরী এসডি হাসপাতালের এসডিএমও কৌশিক ভট্টাচার্য, ইনস্টিটিউট অফ ক্যারিয়ার অ্যাডভান্স-এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। বর্তমান সময়ে পড়াশোনা, প্রতিযোগিতা, ভবিষ্যৎ কর্মজীবন, পারিবারিক ও সামাজিক নানা বিষয়ের কারণে নবীণ প্রজন্মের মধ্যে মানসিক চাপ ও উদ্বেগের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের মানসিক অবস্থাকে বুঝতে, চাপ ও উদ্বেগ মোকাবিলা করতে এবং প্রয়োজন হলে উপযুক্ত সহায়তা গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে।

একইসঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতার প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। যাতে প্রয়োজনে মানসিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের দ্রুত চিহ্নিত করে তাঁদের যথাযথ সহায়তা ও পরামর্শের জন্য উপযুক্ত পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। "নুরটুরিং ইনস্টিটিউশনাল রেসিলিয়েন্স, অবরেনেস এন্ড মেন্টাল ভাল-বিয়িং" উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল শুধুমাত্র মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা নয়, বরং প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমন একটি সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা যেখানে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের মানসিক সুস্থতা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে পারেন এবং প্রয়োজনে সময়মতো সহায়তা পেতে পারেন।

ইন্দ্রনগরে কংগ্রেস নেতার বাড়িতে নেশার আসর ও তোলাবাজি আদায়ের অভিযোগ, থানায় এলাকাবাসীর ডেপুটেশন

আগরতলা, ১৮ আগস্ট: আগরতলার ইন্দ্রনগর এলাকায় তোলাবাজি ও নেশার আসর বসানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় কংগ্রেস ব্লক সভাপতি সঞ্জীব দে-র বাড়িতে রাতে নেশার আসর বসানো এবং তাঁর ভাই সুজিত দে-র বিরুদ্ধে ঠিকাদারসহ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়মিত তোলা আদায়ের অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় এমন কার্যকলাপ চলে আসছে। এর জেরে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলেও দাবি তাঁদের। বিষয়টি নিয়ে এর আগে জিবি ফাঁড়ির পুলিশকে জানানো হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন এলাকাবাসীরা।

অবশেষে মঙ্গলবার একাধিক অভিযোগ নিয়ে এলাকাবাসীরা এনসিসি থানায় যান। সেখানে থানার ওসির সঙ্গে দেখা করে লিখিত ডেপুটেশন প্রদান করেন তাঁরা। অভিযোগগুলির দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

কবিতালোকের উদ্যোগে স্বপন সেনগুপ্ত স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

আগরতলা, ১৮ আগস্ট: রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন 'কবিতালোক'-এর উদ্যোগে প্রয়াত কবি স্বপন সেনগুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রথম বর্ষের 'স্বপন সেনগুপ্ত স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা'-র আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কবি স্বপন সেনগুপ্ত ছিলেন কবিতালোকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

আগামী ৩০ আগস্ট, রবিবার, মোট পাঁচটি বিভাগে এই আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই প্রথমবার ত্রিপুরার কবিদের রচিত কবিতা নিয়ে এমন আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। পাঁচটি বিভাগের প্রতিযোগিতা শেষে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর, রবিবার, আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হবে।

আয়োজকদের আশা, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ত্রিপুরার কবিদের সৃষ্টিকর্ম নতুন প্রজন্মের কাছে আরও বেশি করে তুলে ধরা সম্ভব হবে। পাশাপাশি আবৃত্তিচর্চার প্রসারেও এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সফল করে তুলতে কবিতালোকের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

জগন্নাথবাড়ি রোডের ছাত্রীনিবাসে

● আটের পাতার পর

থাকলে কোনও আবাসিক অসুস্থ হয়ে পড়লে তার দায়ভার কে নেবে? তাঁদের দাবি, শুধুমাত্র পরিদর্শন নয়, দ্রুত সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে।

দীর্ঘদিনের এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করে ছাত্রীনিবাসে পর্যাপ্ত ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন আবাসিক ছাত্রীরা। এখন সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই নজর রয়েছে।

নাবালককে বাইক চালাতে দেওয়ায়

● আটের পাতার পর

সোনামুড়ায় এসেছিল সে।

ঘটনার পর মোটরসাইকেলের মালিক তথা নাবালকের বাবাকে ডেকে পাঠানো হয়। নাবালককে মোটরসাইকেল চালানোর জন্য চাবি দেওয়া এবং তাকে বাইক চালাতে উৎসাহিত করার অভিযোগে মোটর ভেহিকেলস আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনে তাঁর কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এদিকে, নাবালক ছেলেটিকে আটক করার পর পুলিশ তাকে সতর্ক করে দেয়।

পাশাপাশি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, কোনও নাবালককে মোটরসাইকেল বা অন্য কোনও যানবাহন চালানোর অনুমতি দেওয়া যাবে না। সরকারি বিধি লঙ্ঘন করে নাবালককে গাড়ি চালাতে দিলে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকের বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নাবালকদের যানবাহন চালানো বন্ধ করতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের ভেহিকেল চেকিং ও অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ প্রদানের হার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি:১৮ আগস্ট :বিগত ২০২৫—২৬ অর্থবর্ষে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলি গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারে তাদের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করেছে। ঋণ প্রদানের পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের উপরও জোর দিয়েছে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলি।

২০২৪—২৫ অর্থবর্ষে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলির মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ ৫,২৪,১৬৩ কোটি টাকা থেকে ১০.৩ শতাংশ বেড়ে ২০২৫—২৬ অর্থবর্ষে ৫,৭৮,৩৪৯ কোটি টাকায় পৌঁছেছে একইসঙ্গে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের কাঠামোর অধীনেও আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলির কর্মদক্ষতা শক্তিশালী হয়েছে। মোট প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং (পি.এস.এল)এর জন্য নির্ধারিত ৭৫ শতাংশ লক্ষ্যের তুলনায় গড় অর্জনের হার ৯১.৭ শতাংশে পৌঁছেছে। প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক সামগ্রিক পি.এস.এল "এর নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করেছে। এর ফলে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিকে সহায়তা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলির দৃঢ় অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে।

আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলির ঋণ পোর্টফোলিওতে কৃষি ও কৃষি-সহায়ক কার্যকলাপই সবচেয়ে বড় অংশ দখল করে রয়েছে। এই ক্ষেত্রে বকেয়া ঋণের পরিমাণ ৩.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা, যা মোট অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণের ৭৭ শতাংশ। কৃষি খাতে প্রদত্ত ঋণের প্রায় ৯৮ শতাংশই কৃষিঋণ। এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন, কৃষি-সহায়ক কার্যকলাপ এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগে সহায়তা করা হয়েছে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৬,৯৭৮ কোটি, যা মোট পিএসএল"এর ১৩.৬ শতাংশ। এর মাধ্যমে গ্রামীণ উদ্যোগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আরও স্পষ্ট হয়েছে। এম.এস.এম.ই ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণের ৯৫ শতাংশেরও বেশি গিয়েছে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির কাছে। এর ফলে প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তা, স্বনিযুক্ত ব্যক্তি, কারিগর এবং গ্রামীণ ও আধা-শহরাঞ্চলের ছোট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থায়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলির বিশেষ গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। এম.এস.এম.ই ঋণের মধ্যে পরিষেবা ক্ষেত্রের অংশ সবচেয়ে বেশি, এরপর রয়েছে উৎপাদন শিল্প এবং খাদি ও গ্রামীণ শিল্পক্ষেত্রে। দুর্বলতর শ্রেণির মানুষের জন্য আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলি ৩.৪৯ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। এর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করার প্রতি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলির অঙ্গীকার আরও জোরদার হয়েছে। পাশাপাশি, আবাসন, শিক্ষা, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং সামাজিক পরিকাঠামো ক্ষেত্রেও ঋণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে মানবসম্পদ গঠন, পরিবারের সম্পদ সৃষ্টি, পরিচ্ছন্ন শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং স্থানীয় পরিকাঠামো তৈরির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুসায়ী উন্নয়নে সহায়তা মিলছে। সামগ্রিকভাবে, ২০২৫---২৬ অর্থবর্ষে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলির আর্থিক কর্মদক্ষতা গ্রামীণ ঋণের ধারাবাহিক সম্প্রসারণ, জাতীয় উন্নয়নের অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কৃষক, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও অন্যান্য পরিষেবাবঞ্চিত শ্রেণির মানুষের প্রতি অব্যাহত সহায়তার চিত্র তুলে ধরেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, গ্রামীণ জীবিকা শক্তিশালী করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে চলেছে।

রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বহু অ্যাথলেট তৈরির আঁতুড়ঘর আজ অবহেলায় জীর্ণ, সংস্কারের দাবি মেলাঘর ব্যায়ামাগারের

আগরতলা, ১৮ আগস্ট: একসময় রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বহু অ্যাথলেট তৈরির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণকেন্দ্র ছিল মেলাঘর স্কুল মাঠ সংলগ্ন ঐতিহ্যবাহী ব্যায়ামাগার। কিন্তু বছরের পর বছর সংস্কারের অভাবে বর্তমানে চরম বেহাল ও বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে এই ব্যায়ামাগারটি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টি হলেই ব্যায়ামাগারের ছাদ চুইয়ে ভিতরে জল ঢুকে পড়ে। ইতিমধ্যেই উপরের সিলিংয়ের প্রায় অর্ধেক অংশ ধসে পড়েছে। জল ও অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে নষ্ট হচ্ছে ব্যায়ামের মূল্যবান সরঞ্জামও। এমন ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই প্রতিদিন প্রশিক্ষণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন এলাকার ক্রীড়াপ্রেমী তরুণ-তরুণীরা।

এই ব্যায়ামাগারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মেলাঘরের ক্রীড়াক্ষেত্রের দীর্ঘ ঐতিহ্য। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বহু শিক্ষার্থী রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সাফল্য অর্জন করেছেন। অথচ সেই ঐতিহ্যবাহী প্রশিক্ষণকেন্দ্রই বর্তমানে সংস্কারের অভাবে কার্যত ধ্বংসের মুখে। ব্যায়ামাগারের মেঝেতে বৃষ্টির জল জমে থাকায় সরঞ্জামে মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়াপ্রেমীদের বক্তব্য, দ্রুত ব্যায়ামাগারটির পরিকাঠামো সংস্কার করা না হলে আগামী দিনে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি নতুন ও আধুনিক প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম সরবরাহেরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয়দের একটাই দাবি, মেলাঘরের এই ঐতিহ্যবাহী ব্যায়ামাগারকে দ্রুত সংস্কার করে আবারও ক্রীড়াবিদ তৈরির উপযুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনুক প্রশাসন। এতে এলাকার তরুণ প্রতিভারা নতুন করে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন এবং মেলাঘর থেকে আরও বহু ক্রীড়াবিদ রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন।

আগরতলায় মহাধুমধামে মা মনসা দেবীর আরাধনা, দুর্গাবাড়িতে ঐতিহ্যবাহী পুজো

আগরতলা, ১৮ আগস্ট: আজ মা মনসা দেবীর পুজো উপলক্ষে উৎসবের আমেজে মেতে উঠেছে আগরতলা। শহরের দুর্গাবাড়ি সহ বিভিন্ন বাড়িঘর ও মণ্ডপে মহাধুমধামে চলছে দেবীর আরাধনা। সকাল থেকেই ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

দুর্গাবাড়িতে এবছরও ঐতিহ্য মেনে পালিত হচ্ছে মা মনসা দেবীর পুজো। পুজো পর্ব ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে দেবীর বিশেষ আরতি। আগামীকাল দশমী পুজো সকালে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ঘট বিকেলে রাজবাড়িতে গমন করবেন।

দুর্গাবাড়ির এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ ঐতিহ্য ও রাজপরিবারের ইতিহাস। মন্দিরের পুরোহিত জানান, রাজবাড়ি থেকে এই পুজো প্রায় ৫০০ বছর ধরে চলে আসছে।

গণ্ডাছড়ায় গৃহবধূ নিখোঁজ

● আটের পাতার পর

যুবকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে দীর্ঘ সময় কথা বলতেন। বিষয়টি পরিবারের নজরে এলে রিমি ওই যুবককে তাঁর 'ধর্মভাই' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন বলে দাবি পরিবারের। পরবর্তীতে ওই যুবকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের আরও দাবি, এর আগে তিনবার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের না জানিয়ে রিমি বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। প্রতিবারই তিতন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন।

রবিবার বিকেলে তিতন ও তাঁর বড়ভাই কেনাকাটার জন্য বাড়ির বাইরে গেলে সন্ধ্যার পর রিমিকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও তাঁর সন্ধান না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত গণ্ডাছড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন তিতন বর্ধন।

তিতনের দাবি, বাড়ি থেকে নিখোঁজ হওয়ার সময় অটো গাড়ির কিস্তি দেওয়ার জন্য রাখা প্রায় ১৫ হাজার টাকা এবং গাড়ির প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন রিমি। তাঁর অভিযোগ, প্রীতম নামে ওই যুবকের সঙ্গে সম্পর্কের কারণেই তাঁদের সংসারে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিখোঁজ গৃহবধূর সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে তাঁর নিখোঁজ হওয়ার প্রকৃত কারণ এবং তিনি বর্তমানে কোথায় রয়েছেন, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
19-08-2026, 00:48

নীলজ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবলে টাউন ক্লাবকে হারিয়ে সেমিফাইনালে কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে এক রোমাঞ্চকর জয়ের মুখ দেখল কল্যাণ সমিতি। আজ মঙ্গলবার আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ছয়টায় নৈশালকে অনুষ্ঠিত এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে টাউন ক্লাবকে ২-১ গোলে পরাজিত করে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে তারা। খেলার ৪৫ মিনিটে লাল রিং লুঙ্গার চমৎকার গোলে কল্যাণ সমিতি প্রথম এগিয়ে যায়। তবে পিছিয়ে পড়ে মরিয়া টাউন ক্লাব ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে, অর্থাৎ ৯০ মিনিটে বি দেব বর্মনের গোলে সমতা ফিরিয়ে আনলে (১-১) খেলা অতিরিক্ত সময়ে গড়ায়। অতিরিক্ত সময়ের ১১২ মিনিটে অমিত জমাতিয়া লক্ষ্যভেদ করে কল্যাণ সমিতির জয় সুনিশ্চিত করেন। রেফারি রাজু টিস্যুর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে টাউন ক্লাবের দুই ফুটবলারকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়।

টুর্নামেন্টের ধারা বজায় রেখে গত দু'দিনে যথাক্রমে এগিয়ে চলো সংঘ এবং লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার নিজেদের নকআউট ম্যাচে জয়ী হয়ে ইতোমধ্যেই সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। তৃতীয় দল হিসেবে কল্যাণ সমিতি শেষ চারে প্রবেশ করায় নকআউটের উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। ফুটবলপ্রেমীদের নজর এখন আগামীকালের চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের দিকে। বুধবার সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটের আলোতেই মুখোমুখি হবে রামকৃষ্ণ ক্লাব ও ব্লাড মাউথ ক্লাব। এই দুই শক্তিশালী দলের মধ্যকার বিজয়ী দলই শেষ সেমিফাইনালিস্ট হিসেবে টুর্নামেন্টের খেতাব অর্জনের লড়াইয়ে যোগ দেবে।

ইনফান্তিনোর পুনর্নির্বাচনের প্রচেষ্টা রুখতে ফিফাকে অনুরোধ মানবাধিকার সংস্থার

ফিফার 'গভর্নেন্স, অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স' কমিটির কাছে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়েছে ফেয়ারস্কয়ার, যেখানে আগামী বছরের সভাপতি নির্বাচনের জন্য ইনফান্তিনোকে অযোগ্য ঘোষণা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ৫৬ বছর বয়সী এই ব্যক্তিই এখন পর্যন্ত একমাত্র প্রার্থী, যিনি নির্বাচনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পুনর্নির্বাচিত হলে, ইনফান্তিনো চতুর্থবারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হবেন এবং ২০৩১ সাল পর্যন্ত এই পদে থাকবেন।তবে ফেয়ারস্কয়ার জোর দিয়ে বলেছে, ফিফার নিয়ম অনুযায়ী তিনি ইতোমধ্যেই তার তৃতীয় ও চূড়ান্ত মেয়াদ পূর্ণ করছেন।

ফিফা সভাপতিরা সর্বোচ্চ তিনটি মেয়াদে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। দুর্নীতির অভিযোগে সেপ ব্লাটারের পদত্যাগের পর ২০১৬ সালে ইনফান্তিনো দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০২২ সালে ফিফার কাউন্সিল এই মর্মে সম্মত হয়েছিল যে, তার প্রথম তিন বছর তিন মেয়াদের সীমার মধ্যে গণনা করা হবে না, কারণ তিনি ব্লাটারের অসমাপ্ত মেয়াদ পূর্ণ করছিলেন। 'দা অ্যাথলেটিক'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৩ অগাস্ট পাঠানো একটি চিঠিতে ফেয়ারস্কয়ার পর্যালোচনা কমিটিকে ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করার অনুরোধ জানিয়েছে।

"আমরা এই অনুরোধ জানাতে লিখছি যে, যেহেতু জনাব ইনফান্তিনো ইতোমধ্যে তার তৃতীয় ও চূড়ান্ত মেয়াদ পূর্ণ করছেন, তাই তাকে ফিফা প্রেসিডেন্ট পদে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করুন। তার প্রথম মেয়াদকে বাতিল করার বিষয়ে গভর্নেন্স, অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স কমিটির পূর্বের সিদ্ধান্তটি প্রেসিডেন্টের মেয়াদসীমা সংক্রান্ত ফিফার বিধিবিধানের মূল উদ্দেশ্য ও মর্মের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

২০২২ সালের ১৬ ডিসেম্বর, কাতারের দোহায় ফিফা কাউন্সিল একটি বৈঠক করে, এরপর ফিফা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, যেখানে এই সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হয়: 'ফিফা কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে গভর্নেন্স, অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স কমিটির মতামতের সঙ্গে একমত হয়েছে যে, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যবর্তী সময়কাল বর্তমান ফিফা প্রেসিডেন্টের কার্যকাল হিসেবে গণ্য হবে না। ফলে তিনি তার প্রথম মেয়াদ শেষ করতে চলেছেন।"

ফেয়ারস্কয়ার উল্লেখ করেছে যে, ২০২২ সালের ওই রায়ের পর গভর্নেন্স, অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স কমিটির নেতৃত্বে পরিবর্তন এসেছে। তারা মনে করে, বর্তমান পর্যালোচনা কমিটির সদস্যদের অবশ্যই স্বাধীনভাবে পরিস্থিতি পুনর্মূল্যায়ন করা উচিত।

ফেয়ারস্কয়ারের পরিচালক নিকোলাস ম্যাকগিহান রয়টার্সকে বলেছেন, "আমরা যে অভিযোগ দায়ের করেছি, তা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এটি নিয়মের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং এটি খুবই বিপজ্জনক নজির স্থাপন করে।

নিয়মাবলীতে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, সভাপতির পদে সর্বোচ্চ তিনটি মেয়াদ অনুমোদিত। ফিফা তার প্রথম মেয়াদকে গণনায় না এনে, সভাপতির ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করা এই নিয়মটিকে কোনোভাবেই পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না।"

আগামী বছরের ১৮ মার্চ মরক্কোতে ফিফা কংগ্রেসে সভাপতি পদে ভোট হওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে গত কিছুদিন ধরে প্রবল চাপের মুখে আছেন ইনফান্তিনো।

গত সপ্তাহে তিনটি কনফেডারেশনউয়েফা, এএফসি এবং কনক্যাকাফতার নেতৃত্ব পর্যালোচনার আহ্বান জানিয়েছে এবং বিশ্বকাপ ও অন্যান্য ফিফা প্রতিযোগিতায় বাইরের বিনিয়োগ আনার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তার আচরণের সমালোচনা করেছে।

পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত সূত্রের বরাতে রয়টার্স লিখেছে, ওই তিনটি কনফেডারেশন ফেয়ারস্কয়ারের চিঠিটিকে ইনফান্তিনোর জন্য মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে পদত্যাগ করার একটি সুযোগ হিসেবে দেখছে।

বেশ কয়েকটি জাতীয় দলের ফুটবল সংস্থাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং ইনফান্তিনোর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে। স্কটিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী ইয়ান ম্যাক্সওয়েল সোমবার বিবিসিকে বলেছেন, তার ফেডারেশন ইনফান্তিনোর পুনর্নির্বাচনকে সমর্থন করবে না।যদিও আফ্রিকান ও দক্ষিণ আমেরিকান কনফেডারেশনের সমর্থন ধরে রেখেছেন ইনফান্তিনো।

হকি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচেই হার ভারতের, এগিয়ে গিয়েও ইংল্যান্ডের কাছে হারলেন হরমনপ্রীতেরা

হকি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচেই হারের মুখ দেখতে হল ভারতকে। সোমবার আমস্টেলভিনে এগিয়ে গিয়েও জিততে পারল না ভারতীয় দল। ২-৪ গোলে হারতে হয়েছে ইংল্যান্ডের কাছে। শেষের দিকে ভারতের রক্ষণ ভেঙে পড়াই হারের মূল কারণ।

সোমবারের ম্যাচের আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৪ বার মুখোমুখি হয়েছিল ভারত। জিতেছিল ১০ বার, হেরেছিল ৯ বার। খেলার শুরুতে বেশ আগ্রাসী ছিল ভারত। জার্মানপ্রীত সিংহের শট অল্পের জন্য বাইরে যায়। ১১ মিনিটে ইংল্যান্ড প্রথম পেনাল্টি কর্নার পায়। তবে মনপ্রীত সিংহ এগিয়ে এসে শট বাঁচিয়ে দেন। দু'মিনিট পরেই গোল করে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। মাঝমাঠ থেকে লম্বা বল বাড়িয়েছিলেন ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়। তা ধরেন স্টুয়ার্ট রাশমেয়ার। পাস দেন সতীর্থ নিকোলাস বান্দুরাককে। তিনি গোল করেন।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই সমতা ফেরায় ভারত। প্রথম পেনাল্টি কর্নায় পেয়ে সেটিই কাজে লাগায় ভারত। হরমনপ্রীতের শট গোলের কোনাকুনি ছিল। ইংল্যান্ড গোলকিপারে পক্ষে আটকানো সম্ভবই ছিল না। দু'মিনিট পরেই একটি সুযোগ নষ্ট করে ভারত। পেনাল্টি কর্নার কাজে লাগাতে পারেনি তারা।তবে দ্বিতীয় কোয়ার্টারেই এগিয়ে যায় ভারত। বাঁ প্রান্ত থেকে ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে উপরে উঠে আসেন হার্দিক সিংহ। তিনি গোলের অপর দিকে পাস দেন দিলপ্রীতকে। স্টিকের হালকা স্পর্শে বল গোলে ঠেলে দেন দিলপ্রীত। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষের দিকে ইংল্যান্ডের একটি গোল বাতিল হয়।

তৃতীয় কোয়ার্টারে ভারত আরও বেশি বল নিয়ন্ত্রণে রাখছিল। তত ক্ষণে আটটি শট নিয়ে ফেলেছিল তারা। কিন্তু ইংল্যান্ড সমতা ফেরায় ৩৯ মিনিটে। সতীর্থের থেকে বল পেয়ে হালকা ফ্লিক করে গোল করেন রাশমেয়ার। দু'মিনিট পর প্রতি আক্রমণে একটি সুযোগ নষ্ট করে ইংল্যান্ড। কিন্তু কোয়ার্টার শেষের দু'মিনিট আগেই এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। গোল করেন হেনরি ক্রফট। চার মিনিটের মধ্যে দু'গোল করে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড।

চতুর্থ কোয়ার্টারের শুরুতে পেনাল্টি কর্নার নষ্ট করে ভারত। ৫০ মিনিটে অভিষেকের একটি প্রয়াস ব্যর্থ হয়। বাঁ প্রান্ত থেকে বিপক্ষকে এড়িয়ে উঠে গেলেও পোস্টের বাইরে যায় তাঁর শট। ৫১ মিনিটের মাথায় বক্সের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন মনদীপ। ভারত রেফারাল চাইলেও আম্পায়ার তাতে মান্যতা দেননি।চতুর্থ কোয়ার্টারের শেষের দিকে পর পর দু'টি পেনাল্টি কর্নায় পায় ইংল্যান্ড। দ্বিতীয়টি থেকে গোল করে তারা। বান্দুরাক গোল করে ইংল্যান্ডের জয় নিশ্চিত করে দেন।

বিশ্বের এক নম্বরকে ছিটকে দিলেন আয়ুষ, বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের প্রথম দিনেই অঘটন, সহজ জয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে সিন্ধু

বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের প্রথম দিনেই পুরুষ বিভাগে অঘটন। বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় আয়ুষ শেট্টি ছিটকে দিলেন চিনের শি ইউ কি-কে। জীবনের সবচেয়ে বড় জয় পেলেন তিনি। এ দিকে, মহিলাদের সিঙ্গলসে পিভি সিন্ধু দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। ডাবলসেও জয় এসেছে।

১৯৬৫-র পর প্রথম ভারতীয় হিসাবে ব্যাডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছিলেন আয়ুষ। বড় খেলোয়াড়দের হারানোর ব্যাপারে তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে। অতীতে লি শি ফেং, জোনাথন ক্রিস্টি এবং কুনলাভুট ভিডিটসার্নকে হারিয়েছিলেন। এ বার ইউকিকে হারালেন।

এ দিন ইউকিকে হারিয়েছেন ২১-১৪, ১৩-২১, ২১-১৯ গেমে। চিনের খেলোয়াড় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করলেও জিততে পারেননি। তাঁর কোর্ট কভারেজ, স্ম্যাশ এবং পিছিয়ে পড়েও ফিরে আসার প্রবণতা জিততে সাহায্য করেছে। তৃতীয় গেমে উত্তেজনার মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল। আয়ুষ ১৫-৫ এগিয়ে থাকার পরেও এক সময় ইউকি ব্যবধান কমিয়ে ১৫-২০ করে ফেলেছিলেন। তার পর টানা চারটি পয়েন্ট জিতে ১৯-২০ করে ফেলেন। মাথা ঠান্ডা রেখে ম্যাচ বার করেন আয়ুষ।

নবম বাছাই সিন্ধুকে এত কষ্ট করতে হয়নি। তিনি আয়ারল্যান্ডের সোফিয়া নোবেলকে হারিয়েছেন ২১-৭, ২১-১১ গেমে। অতীতে বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে দু'টি ব্রোঞ্জ, দু'টি রুপো এবং একটি সোনা জিতেছেন তিনি। তবে গত কয়েক বছর ধরে পদক পাননি। ম্যাচের পর সিন্ধু বলেন, "শুরুটা ভাল হয়েছিল। অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম। এ দিক-ও দিক ২-৩টে পয়েন্ট পেলেও লিড ধরে রাখতে পেরেছি। প্রথম ম্যাচটা ভালই হল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালই খেলেছি। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমার্ধে ড্রপ শট এবং স্ম্যাশ খেলতে পেরেছি।" পরের ম্যাচে কানাডার ওয়েন ইউ ঝাংয়ের বিরুদ্ধে খেলবেন সিন্ধু।

ডাবলসে, তৃষা জলি এবং গায়ত্রী গোপীচাঁদ ২১-৯, ২১-১৩ হারিয়েছেন স্পেনের জুটি পাওলা লোপেজ এবং লুসিয়া রদ্রিগেজকে। তার আগে পুরুষ ডাবলসে হরিহরণ আমসাকারুনান এবং এমআর অর্জন দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন স্কট গিল্ডি এবং পল রেনল্ডসকে ২১-১৬, ৬-৪ গেমে হারিয়ে। দ্বিতীয় গেমের মাঝপথে ম্যাচ ছেড়ে দেন এই জুটি।

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে কমলপুরের বিজয় রথ থামালো গন্ডাছড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। হোঁচট খেলো কমলপুর মহকুমা। পারল না জয়ের হ্যাটট্রিক করতে। ভি জে ডি মেথডে পরাজিত হলো গন্ডাছড়া মহকুমার বিরুদ্ধে। ৪ উইকেটে। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের প্লেট গ্রুপে। মঙ্গলবার বাইখড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। মাঠ ভিজে থাকায় খেলা শুরু হতে দেরি হয়। ফলে ওভার কমিয়ে আনা হয় ২৬ সে। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে কমলপুর মহকুমা ১১০ রান করে।দলের পক্ষে সায়ন্দীপ সূত্রধর ২৫, অনিরুদ্ধ দাস ২৫ এবং তন্ময় দেব ১৯ রান করেন। গন্ডাছড়া মহকুমার পক্ষে প্রলয় দাস ১৭ রানে এবং ঝুটন দাস ১৮ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করেন। এর পর পুনরায় বৃষ্টি শুরু হলে গন্ডাছড়া মহাকুমার সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১৫ ওভারে ৬৫ রান। ওই রান তারা করতে নেমে গন্ডাছড়া মহকুমা ১৩.৩ ওভারে ৬ উইকেট ছাড়িয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে প্রিয় লাল ত্রিপুরা ২৫ এবং ঝুটন দাস ১৫ রান করেন।

বিলোনিয়াকে হারিয়ে অমরপুর জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। লো স্কোরিং ম্যাচে জয় পেলো অমরপুর মহকুমা। পরাজিত করলো বিলোনিয়া মহকুমাকে। আসরে চার ম্যাচ খেলে দুটি ম্যাচে জয়লাভ করে আপাতত গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে অমরপুর মহকুমা। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটে প্লেট গ্রুপে। বৃষ্টিতে মাঠ ভিজে থাকার এই দিন খেলা শুরু হতে দেরি হয়। ফলে ওভার কমিয়ে আনা হয় ১৯ শে। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে অমরপুর মহকুমা ৮৯ রান করে। দলের পক্ষে রতন জমাতিয়া ২৮, দেবত্তোম ঘোষ ২৩, রাহুল দাস ১৩ এবং আবীর কর্মকার ১৩ করেন। বিলোনিয়া মহকুমার পক্ষে তাপস চৌধুরী ১৪ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে বিলোনিয়া মহকুমা মাত্র ৫০ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে প্রীতম দাস ১৫ এবং রাজ মজুমদার ১১ রান করেন। অমরপুরের পক্ষে গোপাল দাসগুপ্ত চার রানে তিন উইকেট দখল করেন।

কাঞ্চনপুরকে হারিয়ে লংতরাইভ্যালির দ্বিতীয় জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। দ্বিতীয় জয় পেলো লংতরাইভ্যালি মহকুমা। ৫৪ রানে পরাজিত করলো কাঞ্চনপুর মহকুমা কে। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের প্লেট গ্রুপে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিজয়ী দলের অভিজিৎ দাস ব্যাট এবং বল হাতে দাপট দেখিয়েছেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে লংতরাইভ্যালি মহকুমা ১৭৯ রান করে। দলের পক্ষে সুদর্শন দাস ৫১, অভিজিৎ দাস ৩৫, অর্ঘদীপ চৌধুরী ১৭ এবং সুরজ গুরুং ১৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩১ রান। কাঞ্চনপুর মহকুমার পক্ষে কৃষাণ দেব ৪ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে কাঞ্চনপুর মহকুমা ১২৫ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অনুকূল নাথ ৩২, .কৃষাণ দেব ১৪ এবং ভিকি কর ১৪ রান করেন।লংতরাইভ্যালি মহকুমার পক্ষে দীপাঞ্জন দাস ১৯ রানে এবং অভিজিৎ দাস ২৪ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করেন।

ভালো খেলার পাশাপাশি সাফল্য অর্জন জার্সি স্পন্সর অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলা উমাকান্ত মিনিস্টেডিয়ামে চলছে এখন নীল জ্যোতি রাখাল স্মৃতি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের প্রতিটি ম্যাচ অংশগ্রহণকারী দল গুলির কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরাজয় মানেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়। তাই দর্শকদের ভালো ফুটবল খেলা উপহার দেওয়ার পাশাপাশি জয়ের লক্ষ্যমাত্রা কে সামনে রেখেই এবার মাঠে নামবে রামকৃষ্ণ ক্লাব। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী আগামীকাল ব্লাড মাউথ ক্লাবের মুখোমুখি হবে রামকৃষ্ণ। প্রশিক্ষক কৌশিক রায়ের তত্ত্বাবধানে ময়দানে নামবে রামকৃষ্ণ ক্লাব। রাজ্যের ও বহির রাজ্যের এক ঝাঁক ফুটবলারকে নিয়ে এবছর দল গঠন করে রামকৃষ্ণ ক্লাবের কর্মকর্তারা। বাজেট প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। মঙ্গলবার ক্লাব গৃহে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের ফুটবলারদের জার্সি স্পন্সর করা হয়।

শুভজিতের শতক কাজে এলো না খোয়াইকে হারিয়ে সদর-এ ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) আয়োজিত অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটের প্রথম সেমিফাইনালে খোয়াইকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে সদর 'এ' দল। মঙ্গলবার আগরতলার নীপকো গ্রাউন্ডে বৃষ্টির কারণে মাঠ অপপ্রস্তুত থাকায় ম্যাচটি এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয় এবং ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৪২ ওভার নির্ধারণ করা হয়। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে খোয়াই নির্ধারিত ৪২ ওভারে ৭ উইকেটে ২০৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শুভজিৎ সুজিত পাল ১২৭ বলে ১৩টি চার ও ৪টি ছক্কার সাহায্যে অসাধারণ ১১১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সদর 'এ' দল মাত্র ২৯ ওভার ২ বলে ৩ উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দলের জয়ে বড় ভূমিকা রেখে অরিস মজুমদার ৭০ বলে ৮টি চার ও ৪টি ছক্কায় ৭৪ রান এবং নিলেশ সূত্রধর ৩৬ বলে ৫টি চার ও ৩টি ছক্কায় ৪৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। বোলিংয়ে সদরের দেবরাজ মজুমদার, রাহুল মিয়া ও অন্য বোলাররা প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট শিকার করেন এবং দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সুবাদে ম্যাচসেরার (প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচ) পুরস্কার অর্জন করেন হরিস মজুমদার।এই জয়ের ফলে আত্মবিশ্বাসী সদর 'এ' দল আগামী ২০ আগস্ট এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলা ফাইনালে উদয়পুরের মুখোমুখি হবে। আসরের শিরোপা নির্ধারণী এই হাই-ভোল্টেজ ফাইনাল ম্যাচটিকে কেন্দ্র করে তরুণ ক্রিকেটার ও স্থানীয় ক্রীড়া মহলে ইতিমধ্যেই চরম উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। সেমিফাইনালের চমৎকার পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উদয়পুরের বিরুদ্ধে শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে মাঠে নামবে সদর 'এ' দল। টুর্নামেন্টের এই জমজমাট সমাপনী ম্যাচটি দেখতে এমবিবি স্টেডিয়ামে বিপুল সংখ্যক ক্রিকেটপ্রেমীর সমাগম ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সিনিয়র এলিটে টানা জয় ছিনিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে বিশালগড়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট এলিট গ্রুপের ম্যাচে কৈলাশহরকে ১৫১ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নিয়েছে বিশালগড় মহকুমা দল। কমলপুর ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে বিশালগড় নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৬২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে বাবুল দে ৯টি চারের সাহায্যে ৯৪ বলে ৬৬ রান, সিদ্ধার্থ দেবনাথ ৪৬ বলে ৪টি চার ও ৩টি ছক্কায় ৫০ রান এবং পারভেজ সুলতান ৩৪ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন। জবাবে বিশালগড়ের বোলারদের সামনে টিকতে না পেরে কৈলাশহর দল পরাজয় বরণ করে নেয় এবং এই এলিট গ্রুপ টুর্নামেন্টে অবনমন পর্বের ম্যাচে খেলার ঝুঁকিতে পড়ে গেল।বল হাতে বিশালগড়ের অমিত আলী মাত্র ৪৮ রান খরচ করে ৪টি উইকেট শিকার করে দলের জয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি ম্যাচসেরার (প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ) পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়া পারভেজ সুলতান ও দেবপ্রসাদ সিংহ প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট তুলে নেন। এই দুর্দান্ত জয়ের ফলে টানা দ্বিতীয় জয়ের সুবাদে এলিট গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বিশালগড় মহকুমা দল।

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে সদর বি-কে হারিয়ে উদয়পুর ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) আয়োজিত অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মঙ্গলবার বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে উদয়পুর ৮০ রানে সদর 'বি' দলকে পরাজিত করে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে উদয়পুর নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৩৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শাহীন হোসেন পোদ্দার ১১৬ বলে ৫টি চারের সাহায্যে সর্বাধিক ৫৯ রান করেন এবং সোমদেব শীল ৫৩ বলে ৪টি চার ও ২টি ছক্কায় ৪৬ রান ও শ্রীমন দেবনাথ ২৯ রান অবদান রাখেন। বোলিংয়ে সদর 'বি'-র অংশ ভাটনগর ও তানিস্ক চক্রবর্তী যথাক্রমে ৩টি করে উইকেট শিকার করেন, অন্যদিকে উদয়পুরের সুরজিৎ দেবনাথ মাত্র ১৬ রান দিয়ে ৪টি উইকেট তুলে নেন। বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি বিঘ্নিত হওয়ায় ভিজেডি পদ্ধতিতে ৩৬ ওভারে ১৭৩ রানের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সদর 'বি' দল ২৭.৫ ওভারে মাত্র ৯২ রানেই গুটিয়ে যায়, যার ফলে উদয়পুর বড় ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে। চমৎকার ব্যাটিং ও দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুবাদে উদয়পুরের শাহীন হোসেন পোদ্দার ম্যাচসেরার (প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচ) পুরস্কার অর্জন করেন। এই জয়ের ফলে আগামী ২০ আগস্ট এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলা শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে উদয়পুর দল সদর 'এ'-এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

মহিলা লিগ ফুটবল নেকার দাপটে সহজ জয় জম্পুইজলার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। আগরতলা উমাকান্ত মিনিস্টেডিয়ামে চলছে এখন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বৈকুণ্ঠ নাথ মহিলা লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট।চলতি এই টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হয় ডিয়ার ক্লাব ও জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। নির্ধারিত সময়ের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে সহজেই হারিয়ে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়লো জম্পুইজলার ফুটবলাররা।জয়ী দলের নেকের ধারাবাহিক আক্রমণের সামনে একপ্রকার অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করে ডিয়ার ক্লাবের ফুটবলাররা। প্রতিরোধহীন ম্যাচে ৬-০ গোলের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়ে মাঠ ছাড়ে জম্পুইজলা। খেলার প্রথমারদেই পরপর তিনটি গোল করে নেকে জম্পুইজলার জয় নিশ্চিত করে নেয়। দ্বিতীয়ার্ধে জয়ী দলের নেকে নতুন করে আরো দুটি গোল দিয়ে একদিকে যেমন নিজের গোল ব্যবধান বাড়িয়ে নেয়, ঠিক তেমনি শেষ দিকে সোনিয়া দেববর্মা একটি গোল করে জয় পরাজয়ের ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। দুইদলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি বিশ্বজিৎ নাথ। দিনের এই ম্যাচে সেরা ফুটবলার হিসেবে মনোনীত হন একাধিক গোল করা নেকে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল এবিভিপি'র

তেলিয়ামুড়া, ১৮ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবসে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা এলাকায় একটি বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (অভিবিপি) কার্যকর্তাদের ওপর হামলা এবং পতাকা উত্তোলনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়ায় বিক্ষোভ মিছিল করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।তেলিয়ামুড়া নগর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলটি চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রের মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে অম্পি চৌমুহনী এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে এবং বিভিন্ন প্রতিবাদী স্লোগান দিয়ে কদমতলার ঘটনার প্রতিবাদ জানান সংগঠনের সদস্যরা।মিছিলে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তেলিয়ামুড়া নগর শাখার সম্পাদক তথা খোয়াই জেলার সংযোজক বিপ্রজিত দাস-সহ সংগঠনের অন্যান্য কার্যকর্তা ও নেতৃত্ব।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিপ্রজিত দাস অভিযোগ করেন, স্বাধীনতা দিবসের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা দেওয়া এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তাঁর অভিযোগ, এই ঘটনার নেপথ্যে সিপিআইএমের সন্ত্রাসী বাহিনী জড়িত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযুক্তদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।

পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেদিকেও প্রশাসনকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানান সংগঠনের নেতৃত্ব। কদমতলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের এই বিক্ষোভ মিছিলকে ঘিরে তেলিয়ামুড়ার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

ভোররাতে মোবাইল দোকানে চুরি

তেলিয়ামুড়া, ১৮ আগস্ট: ভোররাতের অন্ধকারে মোবাইল দোকানের তালা ভেঙে একাধিক বহুমূল্যবান মোবাইল ফোন চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার ভোররাতে তেলিয়ামুড়া বাজারে অবস্থিত ভান্ডারী মোবাইলস দোকানে এই চুরির ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জানা গেছে, ভোররাতে দুষ্কৃতীরা দোকানের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর দোকানে থাকা একাধিক দামি মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। পরে দোকানের মালিক চিত্তরঞ্জন ভান্ডারী বিষয়টি জানতে পেরে হতবাক হয়ে পড়েন।

গুরুত্বপূর্ণ বাজার এলাকায় দোকানের তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা নির্বিঘ্নে চুরি করে পালিয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। রাতের বেলায় বাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। ঠিক কতগুলি মোবাইল ফোন চুরি হয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি দোকান ও আশপাশের এলাকার সম্ভাব্য সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে।

চুরির ঘটনায় দ্রুত দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। একই সঙ্গে বাজার এলাকায় রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবিও উঠেছে।

এখন পুলিশের তদন্তেই স্পষ্ট হবে, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা এই চুরি করেছে, নাকি বাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনও ফাঁককে কাজে লাগিয়েছিল। চুরি যাওয়া মোবাইল ফোনগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয় কি না, সেদিকেও নজর রয়েছে।

ম্যানেজারের পদত্যাগের দাবিতে রানীবাড়ি চা-বাগানে শ্রমিক বিক্ষোভ

আগরতলা, ১৮ আগস্ট: দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে গেলেও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন রানীবাড়ী চা বাগানের শ্রমিকরা। বাগানের উৎপাদন ও স্বাভাবিক কাজকর্ম সচল রাখার পাশাপাশি নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবিতে আন্দোলনে নামেন তাঁরা। শ্রমিকদের অভিযোগের মূল নিশানায় রয়েছেন বাগানের বর্তমান ম্যানেজার।

শ্রমিকদের অভিযোগ, শারীরিক পরিশ্রম করে নিয়মিত কাজ করলেও তাঁদের প্রাপ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা, শ্রমিকদের বাসস্থান মেরামত, বিভিন্ন ভাতা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা যথাযথভাবে প্রদান করা হচ্ছে না। ফলে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ জমছিল শ্রমিকদের মধ্যে। বাগানের পরিচালনা এবং শ্রমিকদের প্রাপ্য বকেয়া মেটানোর ক্ষেত্রেও ম্যানেজারের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন শ্রমিকরা। তাঁদের দাবি, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা ও মৌলিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের প্রধান দাবি, বর্তমান ম্যানেজারকে অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করতে হবে। শ্রমিকরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, বাগানের স্বাভাবিক উৎপাদন ও কাজকর্ম সচল রেখেই তাঁরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

দ্রুত তাঁদের দাবি পূরণ করা না হলে এবং ম্যানেজারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও জোরদার করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রানীবাড়ী চা বাগানের শ্রমিকরা।

বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কিশোরীকে নির্যাতনের অভিযোগ, আটক ব্যক্তি

সাব্রুম, ১৮ আগস্ট: দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার মনুবাজার থানার অন্তর্গত দক্ষিণ ভুরাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়া এলাকায় ১৪ বছরের এক বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন জনজাতি কিশোরীকে নির্যাতনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে ৫০ বছরের বেশি বয়সি এক ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে মনুবাজার থানার পুলিশ।

পরিবারের অভিযোগ, গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন দুপুরের আগে বাড়িতে নির্জনতার সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি কিশোরীকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করেন। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় মহিলারাও সরব হন।

অভিযোগের পর স্থানীয় গ্রাম প্রধান এবং এলাকার মহিলাদের সহায়তায় কিশোরীকে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরীক্ষা করা হয়। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশি পদক্ষেপের জন্য মনুবাজার থানায় অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ অভিযুক্ত জহরলাল দেবনাথকে তাঁর বাড়ি থেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তদন্তের পাশাপাশি মেডিকেল রিপোর্টও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে পাওয়া তথ্য ও মেডিকেল রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের দ্রুত তদন্ত করে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

উত্তর-পূর্বের প্রতিভাদের মহাকাশ প্রযুক্তিতে সুযোগ দিতে স্কাইরুটের সঙ্গে স্টার্টআপ ত্রিপুরার উদ্যোগ

আগরতলা, ১৮ আগস্ট: ত্রিপুরার তরুণ প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের ভারতের বেসরকারি মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে যুক্ত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল স্টার্টআপ ত্রিপুরা। মহাকাশ প্রযুক্তি সংস্থা স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের সঙ্গে যৌথভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিভাবান শিক্ষার্থী, প্রকৌশলী ও উদ্ভাবকদের জন্য বিশেষ প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে।

'স্কাইরুট ফর নর্থইস্ট ট্যালেন্ট' নামের এই উদ্যোগের মাধ্যমে ত্রিপুরা-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তরুণ প্রতিভাদের চিহ্নিত করা, উৎসাহিত করা এবং মহাকাশ ও মহাকাশ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কর্মসংস্থান ও পেশাগত সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

এই উদ্যোগের মূল বার্তা"ভারতের পরবর্তী রকেট তৈরি হতে পারে আগরতলার প্রকৌশলীদের হাতেই।" এর মাধ্যমে ত্রিপুরার স্থানীয় প্রতিভাকে ভারতের ক্রমবর্ধমান মহাকাশ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

স্টার্টআপ ত্রিপুরার এই উদ্যোগের ফলে রাজ্যের শিক্ষার্থী ও প্রযুক্তিবিদদের কাছে দেশের অন্যতম বেসরকারি রকেট নির্মাণ সংস্থা স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হবে। এর মাধ্যমে প্রচলিত চাকরির বাইরেও উদ্ভাবন, গবেষণা, উদ্যোগ এবং উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পেশার প্রতি তরুণদের আগ্রহ বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। মহাকাশ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, রকেট প্রপালশন, অ্যাভিওনিক্স, সফটওয়্যার সিস্টেম, উপগ্রহ প্রযুক্তি, পরীক্ষামূলক প্রযুক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সুযোগ সম্পর্কে তরুণদের সচেতন করার লক্ষ্য রয়েছে এই কর্মসূচির।

স্টার্টআপ ত্রিপুরার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের তরুণ প্রজন্মকে শুধু চাকরিপ্রার্থী হিসেবে নয়, বরং দেশের প্রযুক্তিগত ও মহাকাশ-ভিত্তিক উন্নয়নের সক্রিয় অংশীদার হিসেবে গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হবে।

আগ্রহী প্রার্থী ও প্রযুক্তিবিদরা [illegible] ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারবেন। ত্রিপুরা-সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তরুণ প্রতিভাদের ভারতের মহাকাশ প্রযুক্তির ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কাঞ্চনপুর থানায় মহিলাকে হেনস্থার অভিযোগ, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি

আগরতলা, ১৮ আগস্ট: সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে থাকা পুলিশের এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে থানার অভ্যন্তরেই এক মহিলাকে হেনস্তা, অশালীন ভাষায় গালিগালাজ এবং দুর্ব্যবহারের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগটি কাঞ্চনপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শ্রীকান্ত রুদ্র পালের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারিণী সুমা দেবনাথ, স্বামী মহানন্দ দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর থানাধীন রাধামাধবপুর বড়হালদি গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর অভিযোগ, একটি বিষয় নিয়ে থানায় গেলে কর্তব্যরত ওসি তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত আপত্তিকর ও অশালীন আচরণ করেন। অভিযোগ, ওই সময় তাঁকে উদ্দেশ্য করে অপমানজনক ভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি যৌন হয়রানিমূলক আচরণও করা হয়।

অভিযোগকারিণীর দাবি, একজন দায়িত্বশীল পুলিশ আধিকারিকের কাছ থেকে এমন আচরণে তিনি চরমভাবে অপমানিত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পাশাপাশি থানার মতো একটি প্রতিষ্ঠানের ভিতরেই এমন ঘটনার অভিযোগ ওঠায় নিজের নিরাপত্তা নিয়েও তিনি উদ্বিগ্ন বলে জানিয়েছেন। ঘটনার পর ন্যায়বিচারের দাবিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিযোগকারিণী। জানা গেছে, তিনি বিষয়টি লিখিতভাবে মহিলা কমিশন, পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি), কাঞ্চনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রাইয়ের কাছে জানিয়েছেন। অভিযোগের নিরপেক্ষ ও উচ্চপর্যায়ের তদন্তেরও দাবি করেছেন তিনি।

অভিযোগটি থানার অভ্যন্তরে ঘটেছে বলে দাবি করা হওয়ায় তদন্তে থানার সিসিটিভি ফুটেজসহ অন্যান্য তথ্য-প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে কাঞ্চনপুর থানার ওসি শ্রীকান্ত রুদ্র পাল কিংবা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ফলে অভিযোগের প্রতিটি বিষয় নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে যাচাই করা জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোও সমীচীন নয়। অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইন ও বিধি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে। এখন দেখার বিষয়, এই গুরুতর অভিযোগের পর প্রশাসন কত দ্রুত এবং কতটা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে এবং অভিযোগকারিণী ন্যায়বিচার পান কি না।

গণ্ডাছড়ায় গৃহবধূ নিখোঁজ, পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ

গণ্ডাছড়া, ১৮ আগস্ট:গণ্ডাছড়া মহকুমার হরিপুর এলাকায় এক গৃহবধূ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্বামীর অভিযোগ, এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্কের জেরেই ওই গৃহবধূ বাড়ি থেকে চলে গিয়েছেন। ঘটনায় গণ্ডাছড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন স্বামী।

জানা গেছে, হরিপুরের মোটরস্ট্যান্ড এলাকার বাসিন্দা তিতন বর্ধনের সঙ্গে প্রায় তিন বছর আগে আমবাসার টিআরটিসি পাড়ার বাসিন্দা সঞ্জয় চক্রবর্তীর মেয়ে রিমি চক্রবর্তীর সামাজিকভাবে বিয়ে হয়। বিয়ের পর প্রথম কয়েক মাস সংসার স্বাভাবিক থাকলেও পরবর্তীতে স্ত্রীর আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন পরিবারের সদস্যরা বলে দাবি করেছেন তিতনের বড়ভাই মিটন বর্ধন।

পরিবারের অভিযোগ, রিমি চক্রবর্তী প্রীতম নামে এক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে গাঁজা পাচারের অভিযোগে তিন যুবক আটক, কৈলাসহর থানার হেফাজতে

কৈলাসহর, ১৮ আগস্ট: ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা থেকে গাঁজা পাচারের অভিযোগে তিন যুবককে আটক করেছে বিএসএফ। পরে তাদের কৈলাসহর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনজনই কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে এবং পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার, ১৭ আগস্ট গভীর রাতে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে তিন যুবককে আটক করেন। অভিযোগ, বাংলাদেশে অবৈধভাবে গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে তারা সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করছিল। আটক করার পর তাদের বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

পরবর্তীতে মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ আটক তিন যুবককে কৈলাসহর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। পুলিশ তাদের কাছ থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে।

আটক তিনজনের মধ্যে রয়েছেন চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটেরবাজার এলাকার বাসিন্দা হিমাংশু মালাকার ওরফে হিমু। অপর দুইজন সুরুজ আলী ও সুরমা আলী সম্পর্কে আপন দুই ভাই। তাঁদের বাড়ি কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের নূরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। তাঁরা সিদেক আলীর দুই ছেলে বলে জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গাঁজা পাচারের অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আটক তিন যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে। আগামী ১৯ আগস্ট বুধবার তাদের কৈলাসহর আদালতে পেশ করা হবে বলেও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তবে আটক হিমাংশু মালাকার রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হওয়ায় ঘটনাটি নিয়ে চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক মহলেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জগন্নাথবাড়ি রোডের ছাত্রীনিবাসে পানীয় জলের সংকট, দীর্ঘদিনেও সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ

আগরতলা, ১৮ আগস্ট: রাজধানীর জগন্নাথবাড়ি রোডে অবস্থিত ড. বি. আর. আম্বেদকর স্মৃতি ছাত্রীনিবাসে দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন আবাসিক ছাত্রীরা। অভিযোগ, সমস্যার কথা সংশ্লিষ্ট মহলে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সমাধান হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে আশপাশের বাড়ি থেকে বালতিতে করে জল সংগ্রহ করে আনতে হচ্ছে তাঁদের।

ক্ষোভ প্রকাশ করে ছাত্রীদের একাংশ জানান, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের এই সমস্যার মধ্যে থাকতে হচ্ছে। ছাত্রীনিবাসে পর্যাপ্ত পানীয় জল না থাকায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁদের। বিশেষ করে পানীয় জল সংগ্রহের জন্য বাইরে যেতে হওয়ায় নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

ছাত্রীদের অভিযোগ, কিছুদিন আগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ছাত্রীনিবাস পরিদর্শনে এলে তাঁর কাছে পানীয় জলের সমস্যার বিষয়টি জানানো হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, এরপরও সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দৃশ্যমান কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এরই মধ্যে দুদিন আগে রাজ্যের সাংসদ কৃতী সিং দেববর্মাও ছাত্রীনিবাসটি পরিদর্শন করেন বলে জানা গেছে। ছাত্রীদের দাবি, তাঁর কাছেও ছাত্রীনিবাসের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। কিন্তু পানীয় জলের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ক্ষেত্রেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ চোখে পড়েনি বলে অভিযোগ তাঁদের।

ছাত্রীদের প্রশ্ন, দীর্ঘদিন ধরে এভাবে পানীয় জলের সংকট চলতে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালককে বাইক চালাতে দেওয়ায় অভিভাবকের ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

আগরতলা, ১৮ আগস্ট:নাবালক ছেলেকে মোটরসাইকেল চালাতে দেওয়ার অভিযোগে তার অভিভাবকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করল পুলিশ। ঘটনা সোনামুড়ার।

জানা গেছে, সোনামুড়ায় নিয়মিত ভেহিকেল চেকিং চলাকালীন একটি মোটরসাইকেল আটক করে পুলিশ। বাইকটি চালাচ্ছিল এক নাবালক ছেলে। পরে জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তে জানা যায়, বাবার কাছ থেকে মোটরসাইকেলের চাবি নিয়ে বাজার করার উদ্দেশ্যে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

Observance of
118th Birth Anniversary of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur Debbarman

19th August, 2026 ● 12.00 Noon
Rabindra Satabarshiki Bhawan, Hall- 1 ● Agartala

Chief Guest
Prof. (Dr.) Manik Saha
Hon'ble Chief Minister, Tripura

Guests of Honour
Smt. Santana Chakma
Hon'ble Minister,
Industries & Commerce etc. Department

Smt. Kriti Devi Debbarman
Hon'ble Member of Parliament,
Lok Sabha

Special Guests
Shri Abhishek Debroy
Hon'ble Member,
Tripura Legislative Assembly

Shri Kiran Gitte
Secretary,
Information & Cultural Affairs

All are cordially invited

Bimbisar Bhattacharya
Director
Information & Cultural Affairs

ICA/D-829/26-27

বন্ধ টয়লেট-জল পরিষেবায় ক্ষোভ

মেলাঘর, ১৮ আগস্ট: চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এসে ন্যূনতম পরিষেবাটুকুও না পেয়ে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা। সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন শত শত মানুষ চিকিৎসার আশায় মেলাঘর হাসপাতালে ছুটে এলেও হাসপাতাল চত্বরে পৌঁছানোর পরই শুরু হচ্ছে নতুন ভোগান্তি। দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ পাবলিক টয়লেট এবং দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ পানীয় জলের মেশিন নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

মেলাঘর হাসপাতালে প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য রোগী ও তাঁদের স্বজন চিকিৎসার জন্য আসেন। কিন্তু হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশ করতেই তাঁদের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিশেষ করে জরুরি প্রয়োজনে শৌচাগার ব্যবহার করতে না পেরে রোগী ও পরিজনদের চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

অভিযোগ, মেলাঘর পৌরসভার উদ্যোগে নির্মিত পাবলিক টয়লেটটি দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানে আসা সাধারণ মানুষ ন্যূনতম শৌচাগার পরিষেবা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন।

শুধু শৌচাগার নয়, হাসপাতাল চত্বরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিষেবাও কার্যত অচল হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। জল জীবন মিশনের অধীনে হাসপাতাল চত্বরে বসানো হয়েছিল আধুনিক ওয়াটার এটিএম মেশিন। সামান্য অর্থের বিনিময়ে রোগী ও সাধারণ মানুষ যাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পেতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই মেশিনটি স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে সেটি বন্ধ।

দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ায় মেশিনটিতে ধুলোবালি জমে কার্যত অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ফলে হাসপাতালে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনদের বাইরে থেকে পানীয় জল কিনে নিতে হচ্ছে।

হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিচ্ছন্ন শৌচাগার ও বিশুদ্ধ পানীয় জল ন্যূনতম পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত হলেও মেলাঘর হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে এই দুই পরিষেবাই অচল থাকার অভিযোগ উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

ভুক্তভোগীদের দাবি, অবিলম্বে তালাবন্ধ পাবলিক টয়লেট খুলে দেওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা ওয়াটার এটিএম মেশিনটি মেরামত করে চালু করতে হবে। রোগী ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে হাসপাতাল চত্বরে ন্যূনতম পরিষেবা নিশ্চিত করতে দ্রুত পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে উদ্যোগী হওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas